স্বস্তিকা

Digital India

ডিজিটাল ভারতের জন্য দরজা খুলে গেল, ...পৃঃ - ২৭

২০১৫-র মে-জুন মাসেই কি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন ? পৃঃ -২৯

৬৭ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা || ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ || ৩ ফাল্গুন - ১৪২১ || website : www.eswastika.com || দাম : দশ টাকা

শ্রীলঙ্কায় পালাবদল

তামিলদের ভাগ্য ফিরবে কি ?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ৩ ফাল্গুন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৬ ফেব্রুয়ারি - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

স্রেফ বিজেপিকে ঠেকাতেই মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে আম-আদমি পার্টিকে ভোট দিয়েছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : আদালত ও একটি মেয়ে ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক : প্রয়োজন না বোঝা? ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১২

রাষ্ট্রপতি সিরিসেনা কি শ্রীলঙ্কায় তামিলদের ন্যায্য দাবি মিটাতে পারবেন? ▯ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় ▯ ১৪

শ্রীলঙ্কায় পালাবদল— তামিলদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে কি? ▯ সারথি মিত্র ▯ ১৭

অভুতপূর্ব গণতন্ত্র দিবস ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ২০

ভারত চতুর্বর্ণ প্রথার পরম্পরা ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২১

পৌরাণিক নগর : কাঞ্চি ▯ গোপাল চক্রবর্তী ▯ ২২

শ্যামসুন্দরের পঞ্চরথ ▯ ড: প্রণব রায় ▯ ২৩

ডিজিটাল ভারতের জন্য দরজা খুলে গেল ▯ রবিশঙ্কর প্রসাদ ▯ ২৭

২০১৫-র মে-জুন মাসেই কি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন? ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ২৯

ডব্লু টি ও-তে ভরতুকি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই আর দেশের মধ্যে এল পি জিতে ভরতুকি তুলে দেওয়ার প্রতিযোগিতা— এটা কি দ্বিচারিতা নয়? ▯ এন সি দে ▯ ৩১

সাক্ষাৎকার : পহলাজ নিহালানি— চলচ্চিত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখা হবে, কিন্তু দূরদর্শনের আরও শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া দরকার ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৭ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে জলদূষণ

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের পরিবেশ সংক্রান্ত এক রায়ে বীরভূম জেলার তারাপীঠে বহু হোটেল বন্ধ হতে বসেছে। নদীর জল-দূষণের কারণেই অবস্থা এরকম হয়ে উঠেছে। গঙ্গা-সহ সব নদীগুলিই আজ দূষণের শিকার। পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। এই প্রসঙ্গেই এবারের বিশেষ বিষয়— পশ্চিমবঙ্গে জলদূষণ।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

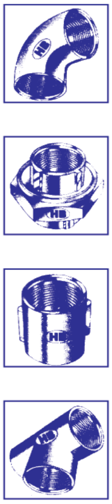

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE ® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

উন্নয়ন নয়, রাজনৈতিক স্বার্থই বড়

কেন্দ্র ও রাজ্যের টানাপোড়েনে রাজ্যের উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটিবার উপক্রম হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজনীতি এবং উন্নয়নকে পৃথক করিলেও রাজ্য তাহাতে বাধাস্বরূপ। তৃণমূল সরকার সকল বিষয়েই রাজনীতি করিতে সিদ্ধহস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নের জন্য সমস্ত প্রকার সাহায্যের বার্তা দিলেও রাজ্য তাহা গ্রহণ করিতে রাজি নয়। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী নবান্নে যাইয়া মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেও মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করিতে রাজি হন নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। দিল্লীতে নব গঠিত নীতি আয়োগের প্রথম বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী যাইলেন না। গত ৭ ডিসেম্বর এই নীতি আয়োগের চেহারা কেমন হইবে তাহা লইয়া আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান করা বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী যান নাই। পরিবর্তে তিনি অর্থমন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। দেশের আর্থিক উন্নয়নে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে সঠিক নীতি তৈরিতে সাহায্য করিতে এই নীতি আয়োগ যাহা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কাজ করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

এই বৈঠকে উপস্থিত থাকা রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল। কারণ বৈঠকে রাজ্য সরকার তাহাদের মতামত খোলাখুলি জানাইতে পারিত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে যোগদান না করিয়া এই সুযোগ হারাইলেন। বিজেপি-বিরোধী দলগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে হাজির হইয়া তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজ্যের উন্নয়নে তাঁহাদের দাবি জানাইয়াছেন, কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রের সহায়তায় তাঁহাদের রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করিতে সচেষ্ট হইতেছেন। এই ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে তৃণমূল নেত্রী উন্নয়ন কি বস্তু তাহা জানেন না। বিরোধী দলে থাকিবার সময় সবকিছুর বিরোধিতা করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। মন্ত্রী হইয়াও উন্নয়ন নয় বরং জনপ্রিয় হইবার জন্য সস্তায় বাজিমাত করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

বাস্তব হইল নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্রীয়তার একটি নূতন যুগের সূচনা করিতেছেন। টিম ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন প্রধানমন্ত্রী আর বাকিরা হইলেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। নেহরুযুগে রাজ্যগুলির অধিকার খর্ব করিবার প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র ছিল যোজনা কমিশন। কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ায় এতদিন মর্জিমাফিক টাকা মিলিত। নরেন্দ্র মোদী এই ব্যবস্থাটিকে বিদায় করিতে চাহিতেছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকিবার ফলে এই ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। এখন নূতন 'নীতি আয়োগ' উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাজ্যগুলির মতামতকে অধিক গুরুত্ব দিবার প্রয়াস করিতেছেন। সব কা সাথ, সব কা বিকাশ। সবাইকে নিয়ে চলিতে হইবে। নীতি আয়োগের বৈঠকে এই বার্তাই দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উন্নয়নের চাবিকাঠি এখন রাজ্যের হাতে আসিতে চলিয়াছে। নীতি আয়োগ তাহার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যের উন্নয়ন করিবার ইচ্ছা এবং যোগ্যতা কোনটাই নাই বলিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া নূতন ব্যবস্থার গঠন প্রক্রিয়া হইতে পশ্চিমবঙ্গকে সরাইয়া রাখিলেন।

আসলে উন্নয়নের জপমালা ঘুরাইলেও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল তিন বছরে কোনো উন্নয়ন করিতে পারে নাই। বামফ্রন্ট সেইখানে শেষ করিয়াছে তৃণমূল সেইখান হইতে শুরু করিয়াছে মাত্র। পতাকার রঙ বদল হইয়াছে, অন্য কিছু পরিবর্তন হয় নাই। তাই বামফ্রন্টের প্রদর্শিত পথেই তৃণমূল সরকার চলিতেছে। তাই এই রাজ্যে উন্নয়ন স্বপ্ন মাত্র। যুক্তরাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার কল্যাণে কেন্দ্র হইতে বিপুল অর্থ আসিবে, কিন্তু সেই অর্থ যাত্রামেলা, কৃষিমেলা, শিল্পমেলায় ভোটক্রয়ের জন্য খরচ হইবে। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়ন নৈব নৈব চ। পরিবর্তে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার কামান দাগিয়া চলিবে।

সুভাষিত

সম্পূর্ণকুম্ভো ন করোতি শব্দং অর্ধোঘটো ঘোষমুপৈতি ন্যূনম্।
বিদ্বান্ কুলীনো ন করোতি গর্বং গুণৈর্বিহীনা বহু জল্পয়ন্তি।।

পূর্ণ কলস কোনোরূপ শব্দ করে না, কিন্তু অর্থপূর্ণ কলস শব্দ ঘোষণা করে। সে রূপ বিদ্বান ব্যক্তি কখনো অহঙ্কার প্রকাশ করেন না, কিন্তু গুণহীন ব্যক্তি অনর্গল প্রলাপ বকেন।

মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালদের তালিকায় দ্বিতীয় নামটি দাউদের

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়॥ বিশ্ব সন্ত্রাসী, সাধারণ মানুষের ত্রাস আলকায়দা প্রধান ওসমা বিন লাদেনের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালদের তালিকায় প্রথম নামটি হচ্ছে মেক্সিকোর জোয়াকিন গুজমানের। মেক্সিকোর মাদক পাচারকারী চক্রের ভয়ঙ্কর অপরাধী এই জোয়াকিন গুজমান। অসংখ্য মানুষের হত্যাকারী হিসেবে গুজমানের সন্ধানে রয়েছে ইন্টারপোল। গুজমানের ক্ষমতা এতটাই যে তার অপরাধ চক্র মেক্সিকোর সেনাবাহিনীকেও মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জ জানায়।

বিশ্বে পলাতক ভয়ঙ্কর অপরাধীদের তালিকায় দ্বিতীয় নামটি 'ডি' কোম্পানির দাউদ ইব্রাহিম। তার সংগঠিত অপরাধ চক্র বেশ কয়েকবার ভারতের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। দাউদ ইব্রাহিমের পরেই রয়েছে ইতালির মাফিয়া চক্রের নেতা মাত্তিও মেসিনা দেনারোর নাম। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাফিয়া চক্রের এক নম্বর নেতা এই দেনারো। ফরবেশ পত্রিকা জানিয়েছে, দাউদ ইব্রাহিমের ডি কোম্পানির সদস্য সংখ্যা পাঁচ হাজার। মাদকপাচার থেকে শুরু করে চুক্তিতে হত্যা করার কাজেও এরা অত্যন্ত দক্ষ। 'ডি' কোম্পানি কাজ করে পাকিস্তান, ভারত এবং সৌদি আরবে। আলকায়দায় সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাউদ ইব্রাহিম আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের কাজ করে। দক্ষিণ এশিয়ার দাউদের দলের লোকেরা লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছে, ২০০৮-এর মুম্বাই আক্রমণের পিছনে লস্কর-ই-তৈবাকে সাহায্য করেছিল দাউদ ইব্রাহিম।

দাউদ

১৯৯৩ সালের মুম্বইয়ের বিস্ফোরণের পিছনেও ছিল দাউদের হাত। সেই মুম্বই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিল ২৫৭ জন। পাকিস্তান সরকার অবশ্য বলে আসছে দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানে নেই। অন্যদিকে ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে খবর আছে দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানেই রয়েছে। পাকিস্তানে তার অপরাধ চক্রকে সাহায্য করে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে তারা এই পলাতক ভয়ঙ্কর অপরাধীদের তালিকা তৈরি করেছে। বিশ্বের প্রথম দশজন অপরাধীর নাম তারা প্রকাশ করেছে। যাদের নাম প্রকাশিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের অপরাধের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে এই পত্রিকাটি। এরা কোথায় রয়েছে তা অবশ্য সঠিকভাবে জানা যায়নি। দাউদ ইব্রাহিমের নাগাল পেতে অতীতে ভারতের এনডিএ সরকার চেষ্টা করলেও ইদানীং পাক গুপ্তচর চক্র আই এস আই-এর সঙ্গে দাউদ বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ, নেপাল ২টি রুট হয়ে ভারতীয় জালনোট ঢুকছে। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা শাখাগুলির কাছে এরা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে উঠেছে। দাউদবাহিনী উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে আই এস আই-এর সঙ্গে যুক্তভাবে নাশকতার ছক কষছে। সন্দেহ করা হচ্ছে যে সম্প্রতি অসমের বোড়োল্যান্ডে জাতি হিংসার পিছনেও আই এস আই এবং দাউদ বাহিনীর হাত থাকার সম্ভাবনা জোরদার রয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ নিজেই বোড়োল্যান্ডের হিংসায় আই এস আই-এর হাত থাকার কথা বলেছেন।

দাউদ ইব্রাহিম বাহিনী শুধু উত্তর-পূর্বেই নয়, পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্বোত্তরেও নিজেদের গোপন বেস গড়তে গোপনে তৎপরতা চালাচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কলকাতার মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে জঙ্গি হামলার ঘটনায় লস্করে তৈবার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী যোগাযোগের নানা প্রমাণ উঠে এসেছিল। এরই ভিত্তিতে মার্কিন প্রশাসন এমনকী ভারতীয় প্রশাসনের কাছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী দাউদ ইব্রাহিম ও তার গ্যাং মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যালের তালিকায় রয়ে গেলেও এখনও পাকিস্তানি প্রশাসন এই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীকে আশ্রয় দিয়ে চলেছে বলে অভিযোগ। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দাউদকে নিয়ে পাকিস্তানের ওপর প্রবল চাপ বাড়িয়েছে মোদী সরকার। অন্যদিকে মার্কিন প্রশাসনও চাইছে দাউদকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ নিক পাকিস্তান। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী দাউদ প্রশ্নে প্রবল চাপে পড়েছে পাকিস্তান।

চীনকে রুখতে অরুণাচলে ছ'টি বিমানবন্দর নির্মাণ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনকে রুখতে চূড়ান্ত কৌশলগত অবস্থান নিল ভারত। অরুণাচল প্রদেশে ছ'টি বিমানবন্দর কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিল কেন্দ্র। এই অরুণাচলকে কোনোদিনই ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসেবে মানেনি চীন, বরং তাদের অংশ হিসেবে বরাবর দাবি করেছে। এবং এখানে এখনও অবধি একটিও কার্যকরী বিমানবন্দর নেই। শুধুমাত্র ইটানগরের কাছে একটি হেলিপোর্ট রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যে রাজ্যের ৩৪৮৮ কিলোমিটার সীমানা চীনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া সে রাজ্যে আজও একটিও সক্রিয় বিমানবন্দর না থাকা খুবই বিস্ময়কর। সম্প্রতি ২৯-৩০ জানুয়ারি অসামরিক বিমান- পরিবহন মন্ত্রী অশোক গজপতি রাজু পশুপতি-র সঙ্গে উত্তর-পূর্বের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে ঠিক হয় জানুয়ারি, ২০১৬-র মধ্যে তেজু-তে এ ধরনের বিমানবন্দর কার্যকরী হবে। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের নির্দেশে রাজু দু'দিনের উত্তর-পূর্ব সফরে আসেন মূলত এখানকার বিমান- বন্দরগুলির উন্নতি এবং চীনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা-র এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইস্যুতে অতি স্পর্শকাতর এলাকাগুলির আকাশ-যোগাযোগের ব্যাপারে কথা বলতে।

তেজু-তে এয়ারপোর্ট ছাড়াও হোলাঙ্গিতে দ্বিতীয় বিমানবন্দর তৈরির জন্য ১৪৫টি বনবাসী পরিবারের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসানেরও চেষ্টা করা হবে। সরকারি সূত্রে খবর, নতুন যে জমি অধিগ্রহণ আইন আসছে তাতে পুনর্বাসন প্যাকেজের খরচ ১৪৫ কোটি থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৬৫০ কোটি টাকাতে। এই বিবাদের মীমাংসা করতে আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয়-মন্ত্রক। এ দু'টি ছাড়াও তাওয়াং, দাপারিজো, আনিনি এবং কোলোরিয়াং-এও বিমানবন্দর নির্মাণ করা হবে। এই সবক'টি বিমানবন্দর কার্যকর হলে ভারত সরকারের পক্ষে

বিমানবন্দর কথা	
অরুণাচলে প্রস্তাবিত এয়ারপোর্ট	উত্তর-পূর্বে এয়ারপোর্ট
(১) তেজু	(১) ডিব্রুগড়
(২) হোলাঙ্গি	(২) লীলাবাড়ি
(৩) তাওয়াং	(৩) গুয়াহাটি
(৪) দাপারিজো	(৪) ডিমাপুর
(৫) আনিনি	(৫) শিলং
(৬) কোলোরিয়াং	(৬) ইম্ফল
	(৭) আগরতলা

১৮০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ তৈরি সম্ভবপর হবে এবং যার জন্য অরুণাচলের প্রত্যন্ত প্রান্তেও সেনাবাহিনীর সুবিধা পৌঁছে যাবে। চীনা সন্ত্রাস কবলিত এলাকার জন্য যা আগেই দরকার ছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে এই মুহূর্তে যে ছ'টি বিমানবন্দর রয়েছে সেগুলি হলো ডিব্রুগড়, লীলাবাড়ি, গুয়াহাটি (অসম), ডিমাপুর (ন্যগাল্যান্ড), শিলং (মেঘালয়), ইম্ফল (মণিপুর) এবং আগরতলা (ত্রিপুরা)। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর চীন তার অংশে যোগাযোগ- ব্যবস্থার আমূল উন্নতি করে ভারতের ওপর ইতিমধ্যেই চাপ বাড়িয়েছে। মোদী সরকারও পাল্টা অরুণাচলে ছ'টি বিমানবন্দর ও বহু হেলিপ্যাড তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এবার চীনও চাপে পড়বে বলে সমর-বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। যদিও ভারতের এই বিমানবন্দর প্রকল্পে বাধা দেওয়ার জন্য চীন সর্বতোভাবে চেষ্টা শুরু করেছে। স্থানীয়দেরকে চীনা গুপ্তচরেরা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে ঠিকমতো তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে না, স্থানীয়রা কাজ পাবেন না ইত্যাদি বিষয়ে। কেন্দ্র কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দু'দুবার নেপাল ভ্রমণ করেছেন। চীন তাতেই প্রমাদ গুনেছিল। সময় যেতে বোঝা যাচ্ছে নেপালে নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল হচ্ছে তাদের। ভিয়েতনাম ও জাপানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করতেও সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছেন মোদী। ৮ বিলিয়ন ডলারের বন্দর প্রকল্পে ভারত হাত মিলিয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে। শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার পরে মৈত্রিপালা সিরিসেনা ভারত-কে তাঁর 'সম্পর্কের মুখ্য মাধ্যম' হিসেবে তুলে ধরার পাশাপাশি চীনা কোম্পানি যেসব প্রকল্পে পুরস্কৃত হয়েছিল তার বিশদ রিপোর্ট খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে মোদীর আমলে অল্পদিনের মধ্যে ভারতের কাছে কূটনৈতিক খেলায় একের পর এক গোহারা হয়ে ভারতের অঙ্গরাজ্য অরুণাচলকেই বর্তমান সময়ে মরিয়া টার্গেট করেছিল চীন। মোদী সরকারের কড়া ও কৌশলগত পদক্ষেপে চীনের এই অপপ্রয়াসও ব্যর্থতার পথে। ■

সংস্কৃতির টানে মোহন ভাগবতের সঙ্গে ইয়াজদি প্রতিনিধিদল

সংবাদদাতা ॥ গত ১ ফেব্রুয়ারি মহীশূরে মধ্যপ্রাচ্যের ইয়াজদি সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রতিনিধিদল তাদের সমাজের জীবনযাত্রা ও পূজাপদ্ধতি ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে। উল্লেখ্য, গত ১ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি 'ফিফ্থ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অ্যান্ড গ্যাদারিং অব এলডার্স' আয়োজিত সম্মেলনে অংশ নিতে এসেছিলেন তাঁরা। মহীশূরে সম্মেলনের আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফল কালচারাল স্টাডি। তাতে পৃথিবীর ৪০টি দেশের ৭৩টি সংস্কৃতির প্রতিনিধিরা একত্রিত হন। সম্মেলনে তাঁরা নিজ নিজ সংস্কৃতির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ইয়াজদি প্রতিনিধি দলের এক সদস্য জানান, ''সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিতান্তই সৌজন্যমূলক। কেননা আমাদের সংস্কৃতির মূল ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গেই যুক্ত।''

বহু বিবাহ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয় : সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুসলমানদের শরিয়তি আইনে তাদের চারটি বিয়ে করার কথা থাকলেও বহুবিবাহ করাটা তাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না। কেননা বহু বিবাহ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। ঠিক এভাবেই গত ৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতি টি এস ঠাকুর ও এ কে গোয়েলের যুগ্ম বেঞ্চ এই কথাগুলি বলেন। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের আইন অনুসারে একজন রাজ্য সরকারি কর্মচারী প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করায় তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলে সেই ব্যক্তি মুসলমানদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করে। যুগ্ম বেঞ্চ জানায়, সংবিধানের ২৫ নং ধারায় নাগরিকের আস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সুরক্ষিত করার কথা বলা আছে, লোকাচারকে নয়। এ প্রসঙ্গে বিচারপতিদ্বয় মুম্বই, গুজরাট ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের উদাহরণ রাখেন। সর্বোচ্চ আদালত জানায়, উত্তরপ্রদেশে সরকারের সারভেন্ট কনডাক্ট রুলস্ সংবিধানের ২৫নং ধারাকে কোনোভাবেই লঙ্ঘন করা হয়নি।

রামায়ণ ও গীতার পুরনো অনুবাদের সংরক্ষণ-উদ্যোগ অনজুমান-ই-ইসলামের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রামায়ণের পার্শি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল অনেক বছর আগে। উর্দুভাষায় কবিতার ছন্দে অনুবাদ হয়েছিল ভগবদ্গীতার। রামায়ণের অনুবাদে নাম ছিল নার্গিস্তান। আর গীতার অনুবাদ হয় গুলদস্তা-ই-হকিকৎ নামে। অনেকটা গজলের রীতিতে লেখা। এরকম আরও অনেক বই পাওয়া গেছে যার ভিত্তি হিন্দু পুঁথি। মুসলমানদের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুম্বই-য়ের অনজুমান-ই- ইসলাম গ্রন্থগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করছে। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়েস ১৪১ বছর। প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি স্কুল কলেজ আছে। প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার ছাত্র রয়েছে। ১২০ বছরের কারিমি গ্রন্থাগার একটি অমূল্য রত্নখনি। সেখানে পাঁচ হাজার পুঁথি রয়েছে। তার মধ্যে ১০০টি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উর্দু ও পার্শি অনুবাদ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপাতত বারোটির বেশি ওই ধরনের বই সংরক্ষণ করে সাধারণ গ্রন্থপ্রেমীদের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বইগুলির অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে। বইগুলি শুধু উর্দু ভাষার সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরেনি, তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক ধর্মবিশ্বাসের পরিচয়— একথা বলেছেন আঞ্জুমান-ই- ইসলাম-এর সভাপতি ড. জাহির কাজি।

ভগবদ্গীতার অনেকগুলি অনুবাদ হয়েছে। তার মধ্যে একটি 'গুলদস্তা-ই-হকিকৎ'। লিখেছিলেন মুনশী শীতল প্রসাদ, গজলের ঢঙে। এসব বই সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয় পাঁচ বছর আগে। ব্যাপকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিটি পৃষ্ঠা শুধু সংরক্ষণের পদ্ধতি নেওয়া হয়নি, নতুন করে বাঁধানো হয়েছে। ■

রাজ্যে সেল গ্যাস প্রকল্প গড়ে তুলতে উদ্যোগী বাবুল সুপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আসানসোলে সেল গ্যাস প্রকল্প গড়ে তুলতে আসরে নামলেন আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। দিল্লী বিধানসভা ভোট মিটে যাওয়ার পরই তিনি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি-সহ নগরোন্নয়ন মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানা যায়। ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে ও এন জি সি বর্ধমান জেলার অন্ডাল ব্লকের দামোদর নদীর উপত্যকায় সারপিতে প্রচুর পরিমাণে সেল গ্যাস মজুত থাকার সন্ধান পায়। তারা স্থানটিকে চিহ্নিত করে। এশিয়ার মধ্যে প্রথম এই সেল গ্যাসের খোঁজ মিলল। প্রায় ১২৫০-১৩০০ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১,১৭০ মিটার শক্ত পাথরের তলায় এই গ্যাস আছে বলে বিজ্ঞানীদের দাবি। জানা যায়, বিগত ইউপিএ-২ সরকারের আমলে এই গ্যাসের খোঁজ

মিললেও কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। এখনও পর্যন্ত সেল গ্যাস নিয়ে কোনো জাতীয় নীতি তৈরি বা বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। একমাত্র আমেরিকাই এই সেল গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগায়। এ ব্যাপারে সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় বলেন, এই গ্যাসের গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারছেন। শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই গ্যাস একটা বড় রকমের পরিবর্তন আনতে পারে যা দেশের শক্তি-ক্ষেত্রের ১৬ শতাংশ ব্যয় কমাতে পারে। সেল গ্যাস সিএনজি হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি কেন্দ্র সরকার এই প্রকল্প ইছাপুরে গড়ে তোলে তাহলে আসানসোল- দুর্গাপুরের শিল্পনগরীর উন্নয়ন শুধু নয়, অর্থনৈতিক এবং সবুজায়নের ক্ষেত্রেও লাভজনক হবে। ভারতীয় বিজ্ঞানীমহল দামোদরের গভীরে ২৮টি ব্লকে গ্যাসের সন্ধান পেয়েছেন। যেখানে ২৬০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট জুড়ে সেল গ্যাস সঞ্চিত রয়েছে যা আগামী ২০০ বছরে ভারতের শক্তি-ক্ষেত্রের চাহিদা মেটাতে পারবে। আশা করা হচ্ছে, পরবর্তী ভারত-আমেরিকার শীর্ষ বৈঠকে মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার সেল গ্যাস-এর বিষয়টি আলোচনায় তুলবে।

ওবামা চার্চের দালাল : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গণতন্ত্র দিবসের অতিথি হিসেবে ভারতে এসেছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামা। কিন্তু দেশে ফিরে ভারত সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। ভারত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, গত কয়েক বছরে ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে অসহিষ্ণুতার অভিজ্ঞতা জীবিত থাকলে মহাত্মা গান্ধীকে মর্মাহত করত। ওবামার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছে। ভি এইচ পি-এর পক্ষ থেকে ওবামাকে 'চার্চের দালাল' বলে অভিযোগ করা হয়। ভি এইচ পি-র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক দুরেন্দ্র জৈন বলেন, ওবামার উচিত ভারতের পরিবর্তে তাঁর নিজের দেশের কথা ভাবা। আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সঙ্গে যে অশোভন আচরণ করা হয় সেদিকে তাঁর নজর দেওয়া উচিত। তিনি আরও জানান, ওবামা নিজেও একজন কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষ, তা সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি এই অহিষ্ণুতা রোধে তিনি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

জৈন আরও বলেন, 'মনে হয় ওবামা তাঁর বন্ধুদের থেকে স্বাভাবিক সঙ্গীদেরই পছন্দ করেন। তাঁর সফরের সময় এদেশে ও বিদেশে কিছু লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের পরই তিনি এমন মন্তব্য করেছেন।' শ্রী জৈন-এর অভিযোগ— এটা সকলেরই জানা যে, চার্চ রাজনীতিতে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে রাখে।

গো-সুরক্ষা কার্যকর করার দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

সংবাদদাতা ॥ দেশের গো-সম্পদ রক্ষা করার দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের জন্মলগ্ন থেকেই করে আসছে। এজন্য তারা সময়ে সময়ে জনজাগরণের জন্য আন্দোলনও সংঘটিত করেছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হুকুমচাঁদ সাওলা বলেন, গোরু পাচার বন্ধের জন্য অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের টাস্ক ফোর্স গঠন করা জরুরি। সীমান্তে বি এস এফ-এর নজরদারি থাকলেও তাদের পক্ষে অনেক অসুবিধা দাঁড়িয়েছে। বি এস এফ লক্ষ লক্ষ গোরু আটক করলেও দেখভালের অভাবে অনেক গোরু মারা যাচ্ছে। নিলামে বিক্রি করে দিলে চোরা চালানকারীরাই কিনে নিয়ে আবার পাচার করে দিচ্ছে। শ্রী সাওলা আশা প্রকাশ করেন, গো-পাচার রোধে বর্তমান কেন্দ্র সরকার অনেক বেশি মনোযোগী। রাজ্যসভায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেই মনে হয় এজন্য আইন প্রণয়ন করবে।

সংবাদ প্রতিবেদন

স্রেফ বিজেপি-কে ঠেকাতেই মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে আম আদমি পার্টিকে ভোট দিয়েছে

দিল্লী বিধানসভার ফলাফলে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। যে কোনো নির্বাচনে জয় ও পরাজয় দুই-ই আছে। ২০১৩ সালে বিধানসভার নির্বাচনের সময় আম আদমি পার্টির ছিল রমরমা অবস্থা। তা' সত্ত্বেও নির্বাচনী ফলাফলের প্রেক্ষিতে তারা ছিল দ্বিতীয় স্থানে। যেহেতু কোনো দলই সরকার গড়তে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তাই একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আম আদমি পার্টি ২৮টি আসন এবং কংগ্রেসের আটটি আসন নিয়ে খিচুড়ি সরকার গড়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেই সরকার চলেনি। মাত্র ৪৯ দিন রাজত্ব করেই আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল রণে ভঙ্গ দেন।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। একদা ক্ষমতা থেকে পালিয়ে যাওয়া কেজরিওয়াল ও তাঁর আম আদমি পার্টির মাথা তুলে দাঁড়ানোর রহস্যটা কী? দিল্লীর মুসলমান ভোটদাতারা আগে দলবদ্ধভাবে কংগ্রেসকে ভোট দিতেন। এবার তাঁরা একচেটিয়াভাবে আম আদমি পার্টির প্রার্থীদের সমর্থন করেছেন। কংগ্রেস যে এবার নির্বাচনে আসন জেতার লড়াইতে নেই তা দিল্লীবাসীরা জানতেন। মুসলমানরা সাধারণভাবে মনে করেন বিজেপি হিন্দুদের দল। এমন ধারণার পিছনে যুক্তি তর্কের স্থান নেই। বিজেপিকে ঠেকাতে মুসলমান ভোটদাতারা দলবদ্ধভাবে কেজরিওয়ালের দলের প্রার্থীদেরই ভোট দিয়েছেন। দিল্লীতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধানসভা এলাকা মোতিয়ামহল, চাঁদনিচক, বল্লিমারান ও মুনিরকায় ভোট কেন্দ্রের দরজা খোলার আগেই লম্বা লাইন দেখা গেছে। বিজেপি-র প্রার্থীদের হারাতে মুসলমান ভোটদাতাদের এই বাড়তি উৎসাহ এবার সকলেরই নজরে পড়েছে।

গূঢ় পুরুষের কলম

দিল্লীতে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক হারিয়ে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। কোণ্ডলি (পূর্ব দিল্লী) বিধানসভা কেন্দ্রে ১০ বছর বিধায়ক ছিলেন শীলা দীক্ষিতের পুত্র সন্দীপ দীক্ষিত। এবার নির্বাচনী প্রচারে মাতা-পুত্রকে দেখা যায়নি। মুসলমান প্রধান কেন্দ্র চাঁদনিচক কংগ্রেস সাংসদ কপিল সিব্বালের এলাকা। বিধানসভা ভোটে তিনি প্রথম দিন থেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। দিল্লীতে কংগ্রেসের হাল ধরতে কোনো নেতাই আসরে নামেননি। রাহুল গান্ধীর রোড শো ছাড়া প্রচারে কংগ্রেসকে পাওয়া যায়নি। মুসলমান ভোটদাতারা বিশ্বাস করেছেন, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার মানে ভোট নষ্ট করা। স্রেফ বিজেপি-কে ঠেকাতেই তাঁরা এবার দলবদ্ধভাবে আম আদমি পার্টিকে ভোট দিয়েছেন। দশ শতাংশের মুসলমান ভোটই কেজরিওয়ালদের জয়ী করেছে।

বিজেপি নেতৃত্বকে আত্মসমীক্ষা করতে হবে। তারা ক্ষমতার ধারাকাছেও যেতে পারেনি। মুসলমান ভোটদাতাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণটা বোঝা যায়। কিন্তু নিম্নবিত্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়া গেল না কেন তার কারণটা জানাতে হবে। বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার পরে গত সাত আট মাস দিল্লীর প্রশাসন ছিল কেন্দ্রের হাতে। দিল্লীর লেফটেন্যান্ট গভর্নর নাজিব জঙ্গ ছিলেন প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে। মনে রাখতে হবে গরিব মানুষের আস্থা অর্জন করতে গেলে এলাকায় উন্নয়নের কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কিরণ বেদীকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করাটাও সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে কিরণ বেদীর ভাবমূর্তি স্বচ্ছ হলেও কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই চালাতে পারেননি।

কিছুকাল আগেও তিনি আন্না হাজারের নেতৃত্বে কেজরিওয়ালের সঙ্গে আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন। এই কারণেই যখন কেজরিওয়াল দল গড়লেন তখন কিরণ বেদী নিজেকে সরিয়ে নেন। এমন একজন ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার করাটা মনে হয় ঠিক হয়নি। দলের মধ্যে অন্তর্কলহ মাথাচাড়া দিয়েছে।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং জম্মুতে বিজেপি সাম্প্রতিককালে বিশাল জয় পেয়েছে। তাছাড়া মোদী সরকারের সুশাসনে দিল্লীতে ভোটের দিন কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। দিল্লী বিধানসভার ৭০টি আসনেই নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা ভাবতেই পারি না যে ভোটের দিন বোমাবাজি হবে না। দু' চারটে লাশ পড়বে না। ভোট ছিনতাই হবে না। মোদী সরকারের নেতৃত্বে দিল্লীতে সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটা নজির হয়ে থাকবে।

আদালত ও একটি মেয়ে

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনারা ভাবছেন হঠাৎ সুন্দর মৌলিক চিঠি ছেড়ে সিনেমার আলোচনায় কেন? তাও আবার তপন সিনহার কয়েক দশকের পুরনো ছবি কেন! না, এ লেখার বিষয় সেই ছবি নয়, তবে এক ছবি করিয়ের বিষয়ে। না, সরি ছবি আঁকিয়ের বিষয়ে। আর সিনেমা না হলেও মা আছেন। মা একা নন, মা-মাটি-মানুষ সকলেই আছেন।

আপনাদের নিশ্চয়ই ভেঙে বলতে হবে না কার কথা বলছি। না বাবা, কে বুঝবে, কে উল্টো বুঝবে রিস্ক না নিয়ে বলেই দিই। তিনি হলেন আমাদের রাজ্যের সর্বেশ্বরী, তিনি আমাদের সব্বার দিদি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার শ্রেষ্ঠতম মেয়ে।

সেই মেয়েকে নিয়েই এই চিঠি— আদালত ও একটি মেয়ে। দিদি নিজেও একজন আইনজ্ঞ। অনেকে যদিও এই ব্যাপারটায় 'নাকি' যোগ করে থাকেন। কালো সামলা জীবনে এক আধবার গায়ে চড়ালেও আদালতের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা। কথায় কথায় তিনি তাই আদালতে ছোটেন। হেরে যান, মুখ পোড়ে, তবু তিনি হাল ছাড়েন না। কবির সুমনের গান ধরেন— হাল ছেড়ো না বন্ধু...

সেই ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তিনি আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। সেই যে শুরুতেই মামলায় ফাঁসলেন সিঙ্গুর নিয়ে। আদালত বুঝলেও আইন তিনি কতটা বোঝেন তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে। তবে আমার মতে তিনি যখন এই রাজ্যের সর্বেশ্বরী তখন তিনিই তো আইন। তাঁর কথাই তো সঠিক, একমাত্র সঠিক। যাই হোক বিধানসভায় তিনি সিঙ্গুরে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার আইন পাশ করিয়ে নিলেন। কিন্তু তাতে অনেক ফাঁক থেকে গেল। আজও জমি পেলেন না সিঙ্গুরের

অনিচ্ছুক জমিদাতারা। উলটে সুপ্রিম কোর্টে জনতার করের টাকায় মামলা চলছে তো চলছেই। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে চলেছে।

মনে পড়ছে নিশ্চয়ই রাজ্যের গত পঞ্চায়েত ভোট পর্ব। একসময় ভোটের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রশ্ন ছিল রাজ্যে ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ করতে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে কিনা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাতে সায় দেওয়াই উচিত ছিল তাঁর কিন্তু উলটে তাঁর বিরোধিতায় আদালতে গড়াল ভোটপর্ব। এ কোর্ট, সে কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট হয়ে রাজ্যের মুখ পুড়ল, কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ধ্বংস হলো। পঞ্চায়েত ভোট হলো তাঁর যাবতীয় দাবিকে অগ্রাহ্য করেই।

গত সাড়ে তিন বছরে এই রাজ্যের সরকারকে কতবার যে আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পাড়ুই থেকে কামদুনি, তাপস পাল থেকে শিক্ষক নিগ্রহ যখন যা নিয়ে সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী আদালতে গেছেন ততবারই মুখ চুন করে ফিরেছেন। তাঁর দলের করা মামলাগুলো তো কহতব্য নয়। কদিন আগে বিজেপি তার সমাবেশ কোথায় করবে তা নিয়েও আদালতে গিয়ে এক প্রস্থ হেরে এল তাঁর সরকার।

তবে সব কিছুকে হার মানিয়ে দিল সারদা কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে আইনি তৎপরতা। শেষে আবার সুপ্রিম কোর্টের নজরদারি চাওয়ার আব্দার। মামলায় হেরে যাওয়া এক জিনিস কিন্তু মামলা গ্রহণই করল না সর্বোচ্চ আদালত। এ সত্যিই ভারি লজ্জার। তাছাড়া সিবিআই তো সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করছে না। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও তদন্ত নয়। তবে সরকার মামলা করল কেন? অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর নামই যেখানে জড়িত সেখানে সরকার আর বাদ যায় কোথায়?

শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, রাজ্যের আইনমন্ত্রীও আইনজ্ঞ। সরকারে কমপক্ষে হাফ ডজন মন্ত্রী আছেন যাদের অভিজ্ঞতা প্রচুর। শোনা যাচ্ছে প্রশাসনিক কর্তা মানে সচিবরাও এমন অযৌক্তিক দাবি নিয়ে আদালতে না যাওয়ার জন্য পই পই করে বারণ করেছিলেন। কিন্তু সেসবকে পাত্তা দেওয়ার বান্দাই নন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তাই সরকার কোর্টে গেল। কপিল সিব্বালের মতো হাই পেইড উকিল নিয়োগ করল। এরোপ্লেনে কলকাতা দিল্লী ছোটাছুটি হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতে রইল পেন্সিল।

—**সুন্দর মৌলিক**

ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক : প্রয়োজন না বোঝা?

অম্লানকুসুম ঘোষ

মানবজীবনের চলার পথে পথপ্রদর্শক যেমন তার ব্যক্তিগত নীতিবোধ, কোনো সংস্থার পথপ্রদর্শক যেমন তার পরিচালন মণ্ডলীর তৈরি নিয়মাবলী, তেমনই কোনো দেশের চলার পথের পথপ্রদর্শক হলো তার সংবিধান। বিশেষত কোনো নিয়মতান্ত্রিক সুশাসিত দেশের সংবিধান হলো তার জীবনবেদস্বরূপ। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সম্প্রতি ভারতবর্ষের সেই সংবিধান নিয়ে কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন উঠেছে, তাই সেই প্রশ্ন সংক্রান্ত দু'চার কথা।

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিজ্ঞাপনে ভারতীয় সংবিধানের যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল তাতে ১৯৫২ সালের সংবিধানের যা ছিল সেটিই দেওয়া হয়েছিল। ফলত ভারত 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' এই দু'টি শব্দের ব্যবহার হয়নি। তথাকথিত ভণ্ড 'সেকুলার'রা তা নিয়ে হইচই কম করেনি। কিন্তু একথা সকলেরই অবগত যে ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কতন্ত্রী ও ভোটমুখী ভাবনার ফসল ছিল ওই দু'টি কথা যা ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এবং তাঁদের প্রধান বাবাসাহেব আম্বেদকর কখনো সংবিধানে যোগ করেননি।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনে কথা দু'টি না থাকা কোনো নির্দিষ্ট চিন্তার ফসল নয়, কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটি অনেকটা কূটাভাস-তুল্য। সোনার পাথরবাটিতে কাঁঠালের আমসত্ত্ব খেতে খেতে এ জাতীয় কথা নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু তার কোনো বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম প্রত্যেক মানুষের এক। যা মানুষের শুভবুদ্ধি ও সৎ চিন্তাকে ধারণ করে রাখে তাই হলো ধর্ম। কাজেই ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতি যাই হোক না কেন এমনকী কেউ যদি ঈশ্বরে অবিশ্বাসীও হন তবুও তাঁদের সবাইকে ধারণ করে থাকে যে মনুষ্যত্ব, যে আত্মানুসন্ধান, যে বিবেক জাগরণ প্রক্রিয়া তাই হলো ধর্ম। সেই ধর্ম প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এক। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির এক্ষেত্রে আলাদা করে কোনো অর্থ হয় না। ইংরেজি 'সেকুলার' কথাটির সঠিক বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'উপাসনা-পদ্ধতি নিরপেক্ষ'। সংবিধানে এই

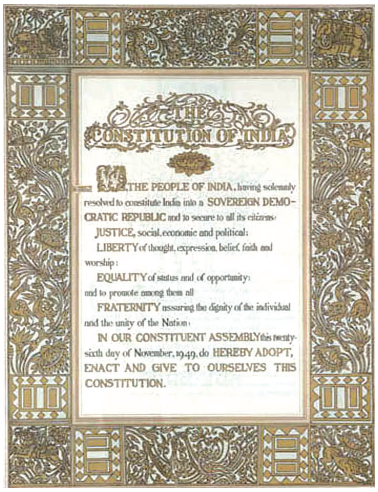

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

কথাটি স্থান পেলে তবু কিছুটা লক্ষ্যানুসারণ ও অর্থবহ হোত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্থাপন ঘটে এখান থেকেই। উপাসনা পদ্ধতি নিরপেক্ষ হওয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তঃসঞ্জাত গুণ। নতুন করে এই তথ্য পরিবেশনের প্রয়োজন পড়ে না। সমুদ্রে যেমন জলসেচের প্রয়োজন নেই, ভারতবর্ষের মতো মহান ও নিরপেক্ষ মানসিকতার দেশে নতুন করে উপাসনা-পদ্ধতি নিরপেক্ষতার কথা প্রচার করার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। ভারতবাসী ছোটবেলা থেকেই পড়ে এসেছে গীতার সেই অমোঘ বাণী—

''যে যথা মাং প্রপোদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।''

অর্থাৎ যে যেভাবেই আমার উপাসনা করুক না কেন হে অর্জুন, মানুষ শেষ অবধি আত্মাতেই এসে মেলে। অর্থাৎ উপাসনা যাই হোক, ফল একটাই। কাজেই ভারতবাসী ছোট থেকেই উপাসনা-পদ্ধতি নিরপেক্ষ হয়েই জন্মায়।

তৃতীয় প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটছে এর পরেই। উপাসনা-পদ্ধতি নিরপেক্ষ হওয়া ও তার জন্য খেসারত দেওয়া কি শুধুমাত্র ভারতীয় ও হিন্দুরই বিধিলিপি। যুগ যুগ ধরে বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষ চিরকাল ধরে সেই বহিঃশত্রুকেই আশ্রয় দিয়েছে আপন ক্রোড়ে, আপন শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর আশ্রয়ে তাকে দিয়েছে অন্ন, আপন দেশের মহান পরিচয়ে তাকে করেছে পরিচিত। আবার দীর্ঘ বৃটিশ শাসনে অত্যাচারের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে সেই সব আশ্রয়প্রার্থী অতীত আক্রমণকারীর বংশধররা থেকেছে মুখ ঘুরিয়ে। দেড় হাজার মাইল দূরের দেশের অধিপতির জন্য লড়াই করতে তারা সম্মত হয়েছিল কিন্তু নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য নয়। কিন্তু সেই স্বাধীনতা যখন এল তখন সেই স্বাধীন দেশকে ভাগ করতে তারা হলো উন্মুখ, সেই উপসনা-পদ্ধতির নামেই। উদার হিন্দু আবার দয়া করল, ছেড়ে দিল নিজ ভূখণ্ডের

বিরাট অংশ। সেখানকার হিন্দুরা বিতাড়িত হলো আপন জন্মস্থান থেকে, সেই উপাসনা পদ্ধতিরই নামে। তবু অবশিষ্ট হিন্দু ভূখণ্ডের পরিচয় ত্রিশ বছর পার হলো উপাসনা-পদ্ধতি নিরপেক্ষ। এ যেন বারংবার আঘাত পাবার পরেও আবার আঘাত খাবার জন্য পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করা। প্রথমত, বিদেশি আক্রমণকারী হবার জন্য ইসলাম উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণকারী ব্যক্তিদের অখণ্ড ভারতেই কোনো স্থান পাওয়ার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, যদিও দয়াপূর্বক তাদের সেই স্থান দেওয়া হয় তবুও উপাসনা-পদ্ধতির নামে ভারত ভাগের পর খণ্ডিত ভারতবর্ষে তাদের আর কোনো স্থান থাকা উচিতই নয়। কারণ তারা বলেছিল তারা হিন্দু ধর্মালম্বীদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারবে না। দেশভাগও তা নিয়ে, তার পরেও নিজের দেশকে উপাসনা-পদ্ধতি নিরপেক্ষ করে ইসলামপন্থীদের স্থান দিয়ে দেশকে পুনরায় বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া কি উপাসনা-পদ্ধতি নিয়ে উদারতার অহেতুক বাজি খেলা নয়? প্রশ্নটি তরুণ ভারতের ভাবা উচিত।

বাদ যাওয়া দ্বিতীয় শব্দ 'সমাজতান্ত্রিক' নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দেয় মনে। সমাজতন্ত্র একটি বিশেষ অর্থনৈতিক পথের নাম। রাষ্ট্র- নিয়ন্ত্রিত সেই পথ ভারতবর্ষ অনুসরণ করেছিল কিয়দংশ নেহরুর আমলে, অনেক বেশি করে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে। ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের যাওয়ার যোগ্য সেই অর্থনীতির বিশেষ পথ ভারতকে নিয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোই পতনের অভিমুখে। সোভিয়েতের পতনের পর অবশ্য হুঁস ফেরে দেশের তৎকালীন কর্তাব্যক্তিদের। সমাজতন্ত্রের অন্ধ মোহ থেকে মুক্তি নিয়ে ভারত হয় উদার অর্থনীতির নতুন পথের সওয়ার। অর্থনৈতিক উন্নতি সীমাবদ্ধভাবে হলেও হয়েছে তার পরে। দেশ অন্তত কিছুটা আরামদায়ক জীবন দিয়েছে নিজ দেশবাসীকে। বর্তমানে নতুন সরকারের হাতে বোধন হচ্ছে সংস্কারের শত শত নতুন প্রতিমার। নতুন যুগের নতুন ভোরে আপন নবযৌবনসঞ্জাত পাখনা মেলে স্বপ্নের উড়ান শুরু করবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে ভারতীয় অর্থনীতি। এই সময় সেই অতীতের দুঃস্বপ্নের মতো সমাজতন্ত্রকে কেন প্যান্ডোরার বাক্স থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা চলছে, কেনই বা কর্তার ভূতের মতো এই অতীতের আবর্জনাকে বহন করছে আধুনিক ভারত। যে তন্ত্র, অর্থনীতির যে ধারা আমাদের উপহার দিয়েছিল শত শত বন্ধ কলকারখানা, লক্ষ লক্ষ বেকার, চিরকেলে তিন শতাংশ জাতীয় বৃদ্ধির হার, সেই ন্যুব্জ, কুব্জ ও ব্যর্থ অর্থনীতিকে থুৎকারের মতো পরিত্যাগ করা উচিত বর্তমান ভারতের। তাই কট্টর সমাজতন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতীক ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সংবিধানে অনুপ্রবেশকারী এই সমাজতান্ত্রিক শব্দটিকে নতুন জমানায় অবিলম্বে সম্মার্জনী প্রয়োগে বিতাড়িত করা উচিত। বিশেষত যখন ইন্দিরা গান্ধীর দলের বর্তমান নীতি নির্ধারকরা ও অন্যান্য বিরোধী দলের নেতানেত্রীরাও কেউই আর সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়াতে উৎসুক নন।

নতুন চিন্তা, নতুন কর্ম, নতুন পদ্ধতি, নতুন যুগ, চিরনতুনের জয়গানকারী এক যুগান্তকারী প্রভাত এসেছে সকলের সামনে। এই প্রভাতকে উপলব্ধি করে একে বরণ করতে হবে। এসময় জীর্ণ, পুরাতন, ব্যর্থ ও অযৌক্তিক যা কিছু ছিল জাতির বোঝাস্বরূপ তাকে করতে হবে পরিত্যাগ। তাই পিছনে ফেরা নয়, উচিত হবে সামনের পথে এগোনো। যুবসমাজ বুদ্ধিমান, তাই আশা করা যায় তাদের জন্য ইঙ্গিত-ই যথেষ্ট। ■

'তপোভূমি নৈমিষারণ্য'
যাত্রীনিবাস ও দর্শনের ব্যবস্থা আছে

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ডাক-নৈমিষারণ্য, জেলা-সীতাপুর
উত্তরপ্রদেশ, পিন-২৬১৪০২
(হরিদ্বারগামী ট্রেনে লখনউ অথবা হরদই স্টেশন থেকে যাওয়া যায়)

তীর্থযাত্রী নিবাস ও মন্দির নির্মাণকল্পে আপনার দান প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার্থে সাদরে গৃহীত হবে।

স্বামী ত্রিগুণানন্দ
ফোন-০৯৯৩২৯০৬৮৮১
০৯৪৪১৪৩১৯২০

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat
How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES
"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12
71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

এই সময় তামিলদের বেশ কয়েকটি উগ্রবাদী সংগঠন গড়ে ওঠে যারা সশস্ত্র শ্রীলঙ্কা সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করছিল। এদের মধ্যে ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের নেতৃত্বে 'লিবারেশন টাইগারস্ অব তামিল ইলম' বিশেষ শক্তিশালী এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি হিসাবে দেখা দেয়। তাদের দাবি ছিল উত্তর ও পূর্বের অঞ্চলগুলি নিয়ে যেমন জাফনা, কিলিনোচ্ছি, ট্রিঙ্কোমালী, স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ 'ইলম্ চাই'। সেই সময় উত্তর-পূর্ব শ্রীলঙ্কায় 'ওয়ালি ওয়া' প্রকল্পে (জমি সমতল করে জলের ব্যবস্থা করা) সিংহলি সম্প্রদায়ের মানুষদের ওই অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া। তামিলদের মতে, এই ব্যবস্থা ওই অঞ্চলে জনবিন্যাসে পরিবর্তন সাধন করা।

রাষ্ট্রপতি সিরিসেনা কি শ্রীলঙ্কায় তামিলদের ন্যায্য দাবি মেটাতে পারবেন ?

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অব)

শ্রীলঙ্কায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত বহু বছর ধরে চলে আসছে। সংখ্যালঘু তামিল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনহালা সম্প্রদায় খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল। এই সংঘাত ভীষণ আকার ধারণ করল যখন শ্রীলঙ্কার সংসদ সিনহালা ভাষাকেই একমাত্র রাজভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিল। তামিল সম্প্রদায়ের মানুষরা অত্যন্ত মেধাবী এবং কর্মকুশল হওয়ায় শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সিনহালা সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলো।

শ্রীলঙ্কার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি পশ্চিমি রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সীমান্তে অন্য রাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়া সুনজরে দেখেননি। তিনি চাইছিলেন ভারত ও শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক ভাবে সমস্যা মেটাক। কারণ ভারতের তামিলনাড়ু শ্রীলঙ্কার তামিলদের এই বিপদে ভীষণভাবে আলোড়ন করছিল। ভারতে রাজনৈতিক অশান্তি দানা বাঁধছিল। রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের সঙ্গে বিভিন্নস্তরে আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছিল না।

ইন্দিরা গান্ধীর নিধনের পর রাজীব গান্ধী এই সমস্যার মুখোমুখি হলেন। এই সময় সিংহলি সামরিক বাহিনী (শ্রীলঙ্কা) তামিল অধ্যুষিত উত্তর ও পূর্ব শ্রীলঙ্কাকে ঘিরে প্রায় আলাদা করে রেখেছিল। জাফনা, কিলিনচির তামিলরা অনাহারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। রাজীব গান্ধী বাধ্য হয়ে বায়ুসেনার বিমানে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ ইত্যাদি ভরে যুদ্ধ বিমানের প্রহরায় শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত এলাকায় সেইসব খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি বিমান থেকে ফেলে তাদের প্রাণ রক্ষা করেন।

অনেক আলোচনার পর রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনে শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল নিয়ে একটা রাজ্যস্থাপন করে তামিলদের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে রাজি হলেন। এখানে উল্লেখ্য, সমস্ত শ্রীলঙ্কা কেন্দ্রীয় সরকার অনুশাসিত। সেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো নির্বাচিত রাজ্য সরকার নেই। রাজ্য সরকারের কাজ একজন 'গভর্নমেন্ট এজেন্ট' সম্পন্ন করেন। তার জন্য তাঁর বড় অফিস ও কর্মচারী অনেক। তামিলদের শান্ত করার জন্য এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়বার নিমিত্ত এই প্রস্তাব রাজীব গান্ধী ও জয়াবর্ধনে স্বীকার করলেন। প্রভাকরণ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। ১৯৮৭-তে 'রাজীব গান্ধী-জয়বর্ধনে চুক্তি' এটি ভুটানের থিম্পুতে স্বাক্ষরিত হয়। প্রভাকরণও স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার সংবিধান সংশোধন করা হবে, নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক কাউন্সিলের

সদস্যরা নির্বাচিত হবেন (অধ্যাপক পেরুমল নির্বাচনে ভাবী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছিলেন), তামিল ভাষা দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। এলটিটিই-সহ সমস্ত বৈরী তামিল সংগঠন তাদের সমস্ত অস্ত্র-অ্যামুনিশন জমা করবে। শ্রীলঙ্কা সামরিক বাহিনী উত্তরপূর্ব অঞ্চলে তাদের ব্যারাকে থাকবে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অস্ত্রসমর্পণ গ্রহণ করার জন্য ভারত শ্রীলঙ্কায় শান্তি সেনা পাঠাবে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী শ্রীলঙ্কায় এক ডিভিসন সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। ততদিনে হাজার হাজার তামিল উদ্বাস্তু ভারতের তামিলনাড়ুতে আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট জয়াবর্ধনে চুক্তির শর্ত পালন করলেও প্রভাকরণ ভারতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ইলমের দাবি ছাড়ল না, কোনো অস্ত্রও সমর্পণ করল না। বরং তাদের নিজস্ব জাহাজ ব্যবহার করে অস্ত্র-গোলা-বারুদ বিদেশ থেকে আমদানি বাড়িয়ে দিল। এমনকী তামিলনাড়ুর আরভাংনাড়ুর বিস্ফোরক তৈয়ারির কারখানা থেকে প্রচুর বিস্ফোরক লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে শান্তিসেনার উপর প্রহার করেছিল। শ্রীলঙ্কা নৌসেনাদের হাতে সাতজন এলটিটিই সদস্য সমুদ্রপথে অস্ত্র আনার সময় ধরা পড়ে। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কলম্বো সরকার তাদের শান্তি বাহিনীর হাতে দিতে রাজি হয়নি। ফলে বিমানবন্দরে (পালালি) তারা আত্মহত্যা করে। এলটিটিই শান্তি বাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমণ করে বহু অফিসার ও জওয়ানদের হত্যা করে। রাজীব গান্ধীকেও তাদের হাতে প্রাণ দিয়ে তাঁর সৎ প্রয়াসের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী এলটিটিই'র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে শান্তিসেনা বাধ্য ছিল।

মাত্র দেড় বছরে এই সন্ত্রাসবাদীদের দমন করে শান্তিসেনা প্রভাকরণ-সহ সমস্ত এলটিটিই সদস্যদের 'বাণী' এবং মান্নারের জঙ্গলেই আবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়। অনেক এলটিটিই সদস্য তামিলনাড়ুতে আশ্রয় নেয়, অনেকেই সাধারণ পোশাকে গ্রামে, শহরে জনতার মধ্যে গা-ঢাকা দেয়।

তামিল অটোনোমাস কাউন্সিলের নির্বাচন শ্রীলঙ্কা নির্বাচন আয়োগ দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রভাকরণ প্রতিজ্ঞা করেন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ তিনি জীবিত থাকতে হবে না, ইলম্-ই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ভারত সরকার এই দাবি সমর্থন করতে পারেনি, কারণ তাহলে ভারত ভূখণ্ডও টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রভাকরণ নির্বাচন রুখতে পারেননি। কিন্তু বেছে বেছে নির্বাচিত সদস্যদের হত্যা করতে আরম্ভ করে। কাউন্সিল গঠন করা সম্ভব হলো না। সদস্যরা বিদেশে পালিয়ে গেলেন।

প্রভাকরণ এবার আরও বড় চাল চালল। প্রধানমন্ত্রী প্রেমদাসাকে জানাল, সে অস্ত্র সমর্পণে রাজি, তবে ভারতীয় শান্তিসেনার কাছে নয়, শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছেই অস্ত্র সমর্পণ করবে। তবে একটিমাত্র শর্ত— অস্ত্র সমর্পণের আগে শান্তিসেনা শ্রীলঙ্কা ছেড়ে চলে যাবে। প্রেমদাসা সিংহলিদের ও শ্রীলঙ্কা সামরিক বাহিনীর চাপে ছিল। শান্তিসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে এলটিটিই খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে, এটাই ছিল তাদের ধারণা। আবার যুদ্ধ হলে ভারতও প্রতিবাদ করতে পারবে না। প্রেমদাসা সরকার প্রভাকরণের প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং ভারতকে শান্তিসেনা ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলেন। ভারতও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, কারণ ভারতের তামিলরা শান্তিসেনা ও এলটিটিই'র যুদ্ধ পছন্দ করছিল না। শান্তিসেনা স্বদেশে ফিরে এল, রেখে এল দু' হাজারের বেশি নিহত ভারতীয় সৈনিককে।

এল অস্ত্র সমর্পণের প্রশ্ন? প্রভাকরণ এক ফুৎকারে অস্ত্র সমর্পণ করার শর্ত উড়িয়ে দিল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে সদলবলে জাফনা, কিলিনোচ্ছি, ট্রিঙ্কোমালি ইত্যাদি স্থানে জাঁকিয়ে বসল। এবার আর শ্রীলঙ্কা সামরিক বাহিনীকে কেউ সংযত হওয়ার উপদেশ দিল না। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মাহিন্দা রাজাপক্ষে চক্ষু বন্ধ করে রইলেন। শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনী তামিল অঞ্চলে ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে বৈরী, কে মিত্র কোনো বাছবিচার তারা করেনি। নররক্তে উত্তর ও পূর্ব শ্রীলঙ্কার মাটি ভিজে গেল। এমনিতেই তারা তামিলদের কীটপতঙ্গের মতো মনে করত। প্রভাকরণ সপরিবারে নিহত হলেন। তাঁর দলের দ্বিতীয় স্থানে যিনি ছিলেন, মহেন্দ্ররাজা, শোনা যায় প্রভাকরণ তাঁকে আগেই হত্যা করিয়েছিলেন। কয়েকজন ভারতে এবং ইউরোপে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই গণহত্যার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ভারত শ্রীলঙ্কা সরকারকে নিজেদের তদন্ত কমিশন বসানোর অনুরোধ করেছিল, রাজাপক্ষে কিছুই মানেননি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের তদন্ত কমিশনকেও শ্রীলঙ্কায় আসার অনুমতি দেননি।

প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ শেষ হওয়ায় ৮ জানুয়ারি ২০১৫ শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আশা করেছিলেন, আরও কয়েকবার তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু তাঁর ন' বছরের দীর্ঘকাল রাষ্ট্রপতি থাকার জন্য প্রশাসনকে শিরদাঁড়াহীন স্তাবকদলে পরিণত করেছিলেন। ৯ জানুয়ারি নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়। মৈথ্রিপালা সিরিসেনা, রাজাপক্ষেকে হারিয়ে জয়লাভ করেন। ওইদিন তড়িঘড়ি তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়, একই সঙ্গে রানিল বিক্রমাসিংগে প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন। একটা ছোট ক্যাবিনেট ১২ জানুয়ারি গঠন করা হয়। অনেকের মতে রাজাপক্ষে তাঁর অনুগত বিচারপতি অথবা নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এই নির্বাচন বাতিল করার প্রয়াস করেছিলেন, সেই জন্যই এত তাড়াহুড়ো।

রাজাপক্ষের আমলে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, ভ্রষ্টাচার সীমাহীন, পদটি যেন পরিবারতান্ত্রিক হয়ে উঠছে। সিংহলি সমাজ পছন্দ করছিল না। তামিল, মুসলমান এবং খৃষ্টান সমাজ দমননীতিতে ভয়ভীত ছিল। ফলে রাজপক্ষকে বর্জন করে

সিরিসেনাকে জয়যুক্ত করেছেন। বিশেষ করে ২০১০-এ রাজাপক্ষে সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ তুলে দিয়েছিলেন, বিচারক ও পুলিশকর্তা, নির্বাচন কমিশনে নিযুক্তি কয়েকটি নিয়োগ কমিশনের উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

সিরিসেনার পক্ষে সংবিধানের এই সংশোধনী রদ করা, সরকারের প্রতি ভরসা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনর্বহাল করা অবস্থা থিতু না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নচিহ্নই হয়ে থাকবে। এইসব বিষয়ে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে। রাজাপক্ষে চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন, বিক্ষুব্ধ সাংসদদের তিনি উত্তেজিত করে তোলবার প্রয়াস করবেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে সিরিসেনা সকলকে জানিয়ে ছিলেন, নির্বাচিত হলে ১০০ দিনের মধ্যে তামিলদের ক্ষোভের কারণগুলি দূর করবেন। প্রশাসনকে সৎ এবং কর্মকুশল করে তুলবেন, ভ্রষ্টাচার সমাপ্ত করবেন ইত্যাদি। ভারত সরকার তাঁকে অনুরোধ করেছেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল, সেই ব্যবস্থার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজটা সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তাঁর নয় বছরের শাসনকালে ২৬ বছরের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরও এইসব বিষয়ে তেমন কোনো স্পৃহা প্রদর্শন করেননি। বরং সিংহলি আবেগকে উস্কে দিয়ে মুসলমান এবং তামিল ইলমের জন্যই তিনি পরাজিত হয়েছেন বলে প্রচার করছেন। প্রেসিডেন্ট সিরিসেনা আন্তরিক ভাবে নিশ্চয়ই চাইছেন শ্রীলঙ্কায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে। কিন্তু তাঁরও হাত বাঁধা। আগামী এপ্রিল-মে মাসে শ্রীলঙ্কা সংসদের সাধারণ নির্বাচন। সংখ্যালঘুদের প্রতি বেশি প্রীতি ও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়াস করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিরা তাঁর সরকারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন কারণ তামিলদের সঙ্গে তাদের সাপে-নেউলের মতো সম্পর্ক। সামরিক বাহিনীও তামিলদের সহ্য করতে পারে না। বরং তারা বলে বেড়াচ্ছে এলটিটিই ইংল্যান্ডে নব কলেবরে তৈরি হচ্ছে। তামিলদের হঠিয়ে তারা যেসব জমি তামিল অঞ্চলে অধিগ্রহণ করেছে, তামিলরা সেইসব জমি ফেরত চাইছেন। গণহত্যার তদন্তও তাদের মাথার উপর ঝুলছে। যদিও শ্রীলঙ্কার তামিলরা তদন্ত অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বেশি কাম্য বলেই মনে করেন। ভারতেরও চিন্তার বিষয়, যেভাবে চীন শ্রীলঙ্কাকে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ধার দিয়েছে, শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে চীনা সাবমেরিন যেভাবে লঙ্কায় আসা যাওয়া করছে ভারতের পক্ষে অশুভ।

এমতাবস্থায় তামিল অঞ্চলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আশা করা যায়। কিন্তু সংখ্যালঘুরা যে হাতে স্বর্গ পাবে এমন আশা করা বাস্তব সম্মত হবে না। ভারতকে দূরে রাখতে চীনের সঙ্গে আঁতাত বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

অবশ্য তামিলদের মন জয় করার প্রয়াস আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিঙ্গে যদি বহুমত নিয়ে সরকার গড়তে পারেন তবেই সম্ভব হবে। ■

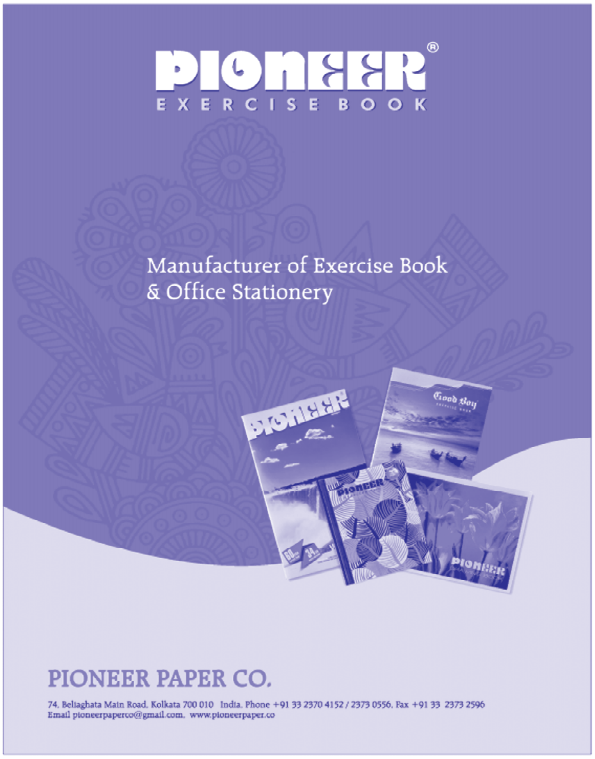

শ্রীলঙ্কায় পালাবদল

তামিলদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে কি?

সারথি মিত্র

মাহিন্দা রাজাপক্ষে যুগের অবসান। শুরু মৈত্রিপালা সিরিসেনা যুগের। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে তা হলো তামিলদের অবস্থা ফিরবে কি? নাকি যে তিমিরে তাঁরা ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে যাবেন? সেক্ষেত্রে লঙ্কারাষ্ট্রেও কোনোদিন শান্তি ফিরবে না। আর তাই যদি হয় তার হ্যাপা পোয়াতে হবে ভারতকেই। সুতরাং শ্রীলঙ্কার স্থিতাবস্থা শুধু সে দেশের জন্যই নয়, আমাদের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৯-এর মাঝামাঝি এল টি টি ই নেতা ভি প্রভাকরণ নিহত হওয়ার পরে শ্রীলঙ্কায় যে শান্তি আশা করা গিয়েছিল, সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি লঙ্কাবাসী পাননি। এবারও খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— কেন লঙ্কাবাসী শান্তি পেলেন না? শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে বলা চলে— এক দেশ দুই জাতি। যে দু'জাতির অবস্থান পুরোপুরি বিপরীত মেরুতে। একেবারে নর্থ পোল, সাউথ পোল। কেউ কারুকে দেখতে পারে না। একদিকে রয়েছে সিংহলিরা, অন্যদিকে তামিলরা। তামিলদের স্বতন্ত্রতার দাবিকে উস্কে দিয়ে প্রভাকরণ যে তামিল কেন্দ্রিক রাজনীতি শুরু করেছিলেন, তার পক্ষে বহু তামিল-ই ছিলেন না। যে তামিলরা অখণ্ড শ্রীলঙ্কাকেই তাঁদের মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। কিন্তু রাজাপক্ষের আমলে যে তাঁরা লঙ্কারাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের চেয়ে বেশি মর্যাদা পাননি। সদ্য প্রাক্তন শ্রীলঙ্কা প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের অন্যতম কৃতিত্ব ভি প্রভাকরণের নিধন কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা প্রায় সাড়ে চার দশকের লঙ্কারাষ্ট্রের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিকে শেষ করতে না পারা।

ইতিহাসের পাতায় এই সাড়ে চার দশক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার সূত্রপাত ১৯৭০ সালে। যে বছর এল টি টি ই (লিবারেশন টাইগারস্ অব তামিল ইলম্)-সহ জঙ্গি উপজাতি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তামিল অধ্যুষিত শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্ব-প্রান্তের স্বশাসন দাবি করে। ১৯৮৩ সালে এল টি টি ই উত্তর শ্রীলঙ্কায় সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। যার ফলে দ্বীপরাষ্ট্র জুড়ে শুরু হলো তামিল বিরোধী দাঙ্গা। যা পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হলো। এল টি টি ই-র আধিপত্য পুরোদস্তুর কায়েম হলো লঙ্কারাষ্ট্রের উত্তর ও পূর্ব প্রদেশে। ১৯৮৯ সালে এল টি টি ই-র বিরুদ্ধে যে বড়মাপের সেনা অভিযান হয় তাতে ভারতীয় শান্তি রক্ষাবাহিনী (ইন্ডিয়ান পীস কিপিং ফোর্স বা আই পি কে এফ) অংশ নেয়, একথা আমাদের প্রত্যেকের জানা। এরপরে শ্রীলঙ্কা-সরকার ও এল টি টি ই-র মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু হলেও ১৯৯৫ সালে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় নতুন করে শান্তি প্রক্রিয়া চালু হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২০০২ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত এল টি টি ই এবং লঙ্কা সরকারের মধ্যে ছ' দফা শান্তি বৈঠক হলেও সেভাবে কাজের কাজ কিছু হয়নি। তবে যুদ্ধ বিরতি শুরু হয়। ২০০৩ সালে এল টি টি ই সরে আসে সমঝোতার রাস্তা থেকে। ঘোষণা করে তারা যে দিকে এগোচ্ছে তাতে অবিলম্বে গড়া হবে একটি অন্তর্বর্তী সরকার। ফলত এক দেশে তৈরি হলো দুই শাসনযন্ত্র। ২০০৬ সালে জেনেভায় সরকার ও এল টি টি ই-র ফের একপ্রস্থ কথাবার্তা হয়। কিন্তু দ্বীপরাষ্ট্রের শান্তি অধরাই থেকে যায়। ২০০৮-'০৯— এই সময়সীমা এল টি টি ই-র কাছে বিশেষ দুর্যোগের। লঙ্কা-সেনা একের পর এক এলটিটিই ঘাঁটি দখল করতে শুরু করে। বিশেষ করে মুল্লাথিভু-র মতো তামিলগড় হাতছাড়া হয়ে যায় লিবারেশন টাইগারস্ অব তামিল ইলমের। ২০০৯-র মে মাসে পরাজয় স্বীকার করে নেয় তারা। যুদ্ধে নিহত হন এলটিটিই-র সর্বজনবিদিত নেতা ভি প্রভাকরণ।

কৃতিত্বটা পুরোপুরি প্রাপ্য ছিল মাহিন্দা রাজাপক্ষের। প্রভাকরণের নিধন হয়েছে মানে অশান্তিরও শেষ হবে এমন ধারণায় যে কত গলদ ছিল গত পাঁচ বছরেই তা মালুম হয়েছে। এমন প্রশ্নও উঠছে প্রভাকরণ আর তার দলবলকে খতম করতে রাজাপক্ষে আদৌ কোনো যুদ্ধনীতির তোয়াক্কা করেছেন কিনা। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী যে পাঁচটা বছর সময় পেয়েছেন তিনি তাতেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বরং একের মধ্যে দুই দেশের তত্ত্বই আরও জাঁকিয়ে বসেছে। যার একদিকে রয়েছে তামিল অধ্যুষিত দ্বীপরাষ্ট্রের উত্তরাংশ। যা একদা এলটিটিই-র গড় ছিল। এবং গৃহযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত হয়েছে এই এলাকাগুলি। দেশের বাকি অংশ সিংহলি অধ্যুষিত। সেখানে আবার আরেক চিত্র। গৃহযুদ্ধ এই অঞ্চলগুলির ক্ষয়ক্ষতি সেভাবে করতে পারেনি। বরং এমন অভিযোগও উঠেছে যে এখানকার নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে রাজাপক্ষে সরকারের নাকি মাথাব্যথার অন্ত ছিল না। বাস্তবতার কথা মাথায় রেখেও বলা চলে গত পাঁচ বছরে এহেন বৈষম্য দূর করার সুবর্ণসুযোগ ছিল লঙ্কা সরকারের সামনে।

শ্রীলঙ্কা

রাজধানী : কলম্বো।
আয়তন : ৬৫,৬১০ বর্গকিলোমিটার।
জনসংখ্যা : ২০,২৭৭,৫৯৭ (২০১২ সালের জনগণনা অনুযায়ী)।
জনসংখ্যার অনুপাত : সিংহলি-৭৪.৮৮ শতাংশ। তামিল-১৫ শতাংশ।

কিন্তু তাদের সদিচ্ছার অভাব বারেবারে প্রকট হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জেনারেল শরৎ ফনেস্কা-র কথা মনে পড়তে বাধ্য। ২০০৯-এ মে মাসের মাঝামাঝি যেদিন শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী এলটিটিই-কে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে সেদিন সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন এই মানুষটি। ইনিই ২০০৯-এর শেষপ্রান্তে পদত্যাগ করেন ও তার পরের বছর শ্রীলঙ্কার সাধারণ নির্বাচনে রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ফনেস্কা অভিযোগ করেছিলেন এলটিটিই নেতারা পরাজয়ের পর আত্মসমর্পণ করার পরেও তাদের গুলি করে হত্যা করেছে রাজাপক্ষে সরকার। দুর্ভাগ্যটা এখানেই। তামিল ইলমের যে মায়াবী মায়া এলটিটিই দেখিয়েছিল সব তামিল সেই স্বপ্নে ভোলেননি। তাঁরা খণ্ডিত শ্রীলঙ্কা চাননি, অখণ্ড শ্রীলঙ্কাকেই নিজের দেশ বলে ভেবেছেন। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এলটিটিই-র অত্যাচারে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়েও উঠেছিলেন। ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরের শেষপ্রান্তে যখন এলটিটিই-র দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে তখন দলে মানবসম্পদ জোগানোর তাগিদে তামিল ইলমের মায়াবী স্বপ্ন দেখিয়ে তামিল পরিবারের কচি-কাঁচা ও যুবক-যুবতীদের জোর করে তাদের দলে নিয়ে নিয়েছিল তামিল টাইগারেরা। বলাই বাহুল্য এই হতভাগ্য পরিবারগুলির সহানুভূতি কোনোদিন পায়নি তারা। আর যাদের নিয়েছিল তাদের অনেকেই তামিল ইলম্ জিনিসটা খায় না, মাথায় দেয় তাই তো জানতো না। ফলে এধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সব তামিলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ ছ'বছর হতে চলল। অথচ এইসব শিশু কিশোরদের কোনো খোঁজ নেই। এদের হতভাগ্য বাবা-মায়েরা জানতে চাইছেন রাজাপক্ষের বিদায়ে যিনি নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সেই সিরিসেনা কি তাদের ফিরিয়ে আনতে পারবেন? পালাবদলেও কিন্তু ভুক্তভোগী তামিলেরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এমনকী এও বলা হয়েছে তামিলরা নাকি অন্য এক রাজাপক্ষেকে ভোট দিয়েছেন। আসলে রাগটা সিরিসেনার বিপক্ষে নয়, রাজাপক্ষে গত এক দশকে বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে গত অর্ধযুগে হয়ে উঠেছে এক প্রতীক। যিনি কেবল সিংহলিদেরই রাষ্ট্রপতি, তামিলদের নন। এমন তামিল মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা জানাচ্ছেন তাঁদের বা তাঁদের পুত্র-কন্যাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয় পরিজন ছিলেন এলটিটিই-র সহমর্মী। এঁদের অনুরোধে তাঁরা এতে যোগদান না করলেও, যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির মাশুল গুনেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, এলটিটিই-র সঙ্গে সম্পর্ক না থাকা বহু তামিল আজ যুদ্ধের দরুন অন্ধ, বধির কিংবা পঙ্গু হয়েছেন। এঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসার কোনো মানবিক কর্তব্য দেখাবার প্রয়োজন কিন্তু রাজাপক্ষে সরকার মনে করেনি। সিরিসেনার চ্যালেঞ্জটা এখানেই। তাঁকে শুধু সিংহলিদের নয়, তামিলদেরও প্রেসিডেন্ট হতে হবে। যদিও তাঁর কথায় সেই লক্ষণ নেই। তিনি সটান বলেছেন, তামিল অধ্যুষিত শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হবে না। এই মুহূর্তে মুল্লাইথিভুর ২৫ হাজার একর জায়গা এবং জাফনার পালালির অন্তত ২৫টি গ্রাম সেনাধিকারে। সুতরাং অবিশ্বাসের জমাট বাতাবরণ শ্রীলঙ্কার ক্ষমতার পালাবদলেও পরিবর্তিত হলো না। কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও জাফনার প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য কে. সারেশ্বরণ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া তথ্যে জানিয়েছেন : 'শ্রীলঙ্কার উত্তর-অংশের মান্নার, মুল্লাইথিভু ও কিলিনোচ্ছি থেকে এখনও প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার মানুষ নিখোঁজ। যুদ্ধের শেষপর্বে সেনাবাহিনী সমস্তরকম অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ ও বোমাবর্ষণ করে তামিল জনসংখ্যা শূন্য করে দিতে চেয়েছিল। মুল্লাইথিভুর মুল্লাভাক্কাল এলাকার ৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩০ হাজার বেশি মানুষকে আটকে হয় তাদের হত্যা বা নজরবন্দি করার চেষ্টা হয়।'

রাজাপক্ষের বিদায়ে ভারতও নিশ্চিত কিছুটা স্বস্তির শ্বাস ফেলবে। তাঁর আমলে একের পর এক ভারতীয় প্রকল্প ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি হয়েছে এমন অভিযোগ উঠেছে। ২০১০ সালে নয়াদিল্লীকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল জাফনা পাবলিক লাইব্রেরির পাশে ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে উঠবে। পাঁচ বছরে তার কাজ বিশ বাঁও জলে। তবে সুখের কথা সম্প্রতি জাফনার ভারতীয় দূতাবাসকে ৫০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের জন্য জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। অনেকেই রসিকতা করছেন, জমানা বদলে ভারতীয় দক্ষিণদিকবর্তী এই দ্বীপরাষ্ট্রের আদৌ কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝা যাবে কতদিনে এই সংস্কৃতি কেন্দ্রটি নির্মিত হয় তার ওপরে! ২০০৬ সালে কলম্বো ও ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন-এর মধ্যে মউ চুক্তি স্বাক্ষর হয় দ্বীপরাষ্ট্রে এদেশের বৃহত্তম পরিকাঠামোও কৌশলগত প্রকল্পের জন্য। প্রকল্পটি হলো উত্তর-পূর্বে ত্রিঙ্কোমালে-তে শ্বেতবালু উপকূলে ৩৫০ মিলিয়ন ডলারের সামপুর থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ। নয় বছর হয়ে গেল ৫০০ মেগাওয়াট প্লান্টের এই প্রকল্পের কোনো অগ্রগতি হয়নি। বরং এর জন্য যে জমি দরকার। তার ফলে হাজার হাজার মানুষের উচ্ছেদের আশঙ্কায় প্রকল্পটির রূপায়ণ চূড়ান্ত সংশয়ের মুখে। বলা হচ্ছে, আদৌ এত মানুষ উচ্ছেদ হবেন না। বড়োজোর আটটি পরিবার হবে। কিন্তু রাজাপক্ষে সরকার পরিস্থিতি ঘোরালো করে তুলেছে। তার ওপরে জাফনার অদূরবর্তী কাঙ্কেয়ানথুরাই বন্দর যা গৃহযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারত এই যুদ্ধ থামার পর দু'দুবার তা পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব দিলেও লঙ্কা সরকারের টালবাহানায় কাজ এগোয়নি।

ভারত সরকারের মাথাব্যথার আরও একটা কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। শ্রীলঙ্কায় তামিলদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তামিলনাড়ুর একশ্রেণীর সুবিধাবাদী রাজনীতিক ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে যথাসম্ভব বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাই শ্রীলঙ্কার স্থিতাবস্থা ভারতের পক্ষেও বিশেষ মঙ্গলজনক। কিন্তু রাজাপক্ষের ব্যর্থতা যে সিরিসেনা সাফল্যের মুখ দেখবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই দ্বীপরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। ■

চিঠিপত্র

অবহেলিত নলহাটি

নলহাটি একটি মিউনিসিপ্যালিটি শহর অথচ এখানে হাসপাতাল নেই, আছে টিম টিম করা একটি হেলথ্ সেন্টার যেখানে রোগী ভর্তি করার প্রয়োজন পড়লে অন্য বড় হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এখানে ব্লাডব্যাঙ্ক তো নেই এমনকী রক্ত পরীক্ষার লাবরেটরিও নেই। নেই জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার কোনো যোজনা। নলহাটির জনগণের প্রতি এটা অবিচার নয় কি? আমি নিজে চিকিৎসক এবং নলহাটির ভূমিপুত্র হওয়ার সুবাদে নলহাটির মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করার লক্ষ্যে অসংখ্য লিফলেট এবং 'নলহাটি মেডি গাইড' বই প্রকাশ এবং বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। কিন্তু নলহাটির মানুষের সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য রক্ষায় মাল্টিস্পেশালিটি সরকারি হাসপাতাল অবশ্যই চাই।

নলহাটি একটি রেলওয়ে জংশন এবং সতীপীঠ। কালীঘাট কামাখ্যার মতো মহাতীর্থ ৫১ পীঠের অন্যতম সতীপীঠ মা নলাটেশ্বরীর অপূর্ব সুন্দর মন্দির--- আর্যকৃষ্টি ও গুপ্ত স্থাপত্যের এক দর্শনীয় নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গে শান্তিনিকেতন, তারাপীঠ, দীঘা ও দার্জিলিং বাদে নলহাটিও একটি বিশেষ পর্যটন স্থল হতে পারত, কিন্তু হতে পারেনি কারণ নলহাটি জংশন স্টেশন হলেও রেল যোগাযোগে চূড়ান্ত অবহেলিত। অথচ কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং রাজ্যে বাম ও তৃণমূলের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচজন সাংসদ রেলমন্ত্রী ছিলেন। মাত্র একটি-দু'টি ট্রেন নলাটেশ্বরী এক্সপ্রেস/ সতীপীঠ এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে নলহাটি পর্যন্ত ব্যবস্থা করলেই নলহাটি তারাপীঠের মতন, হয়তো-বা আরো বেশি আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হতে পারত, নলহাটির অর্থনৈতিক উন্নয়নও হোত ব্যাপক।

নলহাটি শহরের মেইনরোডে যানজট এক ভয়ঙ্কর সমস্যা। অথচ একটি উড়ালপুল (মল্লারপুরের মতন), কমপক্ষে রেলের যে নতুন ওভার ব্রিজ হচ্ছে তাকে পশ্চিমদিকে একটু সম্প্রসারণ করে যানজটও কমত এবং নলহাটির পশ্চিমদিকের অধিবাসীদের বিশেষ করে নলাটেশ্বরী মন্দিরের দর্শনার্থীদের স্টেশন থেকে যাতায়াত এবং টিকিট কাটার সমস্যারও সমাধান হোত। রেলের আয়ও বাড়ত এবং নলহাটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন হোত উল্লেখযোগ্য।

—ডাঃ মদনলাল চৌধুরী,
নলহাটি, বীরভূম।

দিদির শিল্পনীতি

আহা দিদি, আপনার কী দুর্ভাগ্য! মানুষ আপনাকে ঠিক চিনল না। তাই আপনার এত বড় একটা আবিষ্কার মাঠে মারা গেল। আপনি এক নতুন শিল্প নীতির উদ্ভাবন করেছেন। শিল্প-চিন্তনকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করেছেন। এতকাল যে শিল্পগুলি উপেক্ষিত ছিল শিল্প হিসাবে যাদের কোনো নাম ছিল না, যশ ছিল না, সম্মান ছিল না— সেই গরিবের শিল্পকে আপনি শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আপনার মতো গরিবের দুঃখ দারিদ্র ব্যথা বোঝার আর কে আছে? কাঁথা শিল্প, মাদুর শিল্প, উনান শিল্প, ঘুঁটে শিল্প, পাখা শিল্প, ঢেঁকি শিল্প, মৎস্য শিল্প, কৃষি শিল্প। এছাড়া আরো কত শত শিল্প। আপনার দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত, উদার সাম্য আর আপনার সমালোচকেরা অজ্ঞ মূর্খ, তাই তাঁদের দৃষ্টিও বর্তমানে সীমাবদ্ধ। তাঁরা বলেন ভারী শিল্প চাই। কেন? ভারী শিল্প দিয়ে কি হবে? গাড়ি চাই? কেন মাদুরে হবে না? আরব্য উপন্যাসে পড়েননি তন্ত্র সাধকেরা মাদুরের উপর বসে মুহূর্তে শত শত মাইল উড়ে যেতেন। তাহলে এখনকার দিনে বৈজ্ঞানিকেরা কেন একটা ভারী শিল্পকে শূন্যে স্থাপিত করতে পারবেন না। তবে ওঁদের রেখে কি লাভ? তাড়িয়ে দিয়ে দিদি আপনি নতুন শিল্পের পথিকৃত হয়ে থাকুন।

—ডাঃ কিশোর বিশ্বাস,
আনন্দবাগান, হৃদয়পুর, কলকাতা।

তোষণ নয়, উন্নয়ন চাই

কিছু রাজনৈতিক দল দাবি করেন যে তারা ধর্মনিরপেক্ষ। অর্থাৎ সেই দলগুলি বাদে বাকি যে দলগুলি থাকলো তারা ধর্মনিরপেক্ষ নয় অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক। আমাদের সংবিধান অনুসারে ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ধর্মনিরপেক্ষতাই ভারতের আদর্শ এনিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ভারতবর্ষ কিন্তু সংস্কৃতি নিরপেক্ষ নয়। সংস্কৃতিই একটি জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলে। যে জাতির সংস্কৃতি নেই সেই জাতির অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আমাদের সংস্কৃতি হলো হিন্দু-সংস্কৃতি। ধর্মনিরপেক্ষ বলে যে সমস্ত দল নিজেদের দাবি করে থাকে তারা হিন্দুত্ব শব্দটির অপব্যাখ্যা করে। হিন্দুত্ব মানে হলো, জাতির জীবনে চলার পথ। হিন্দুত্ব প্রতিটি ভারতীয়কে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ দেখায়। তাই হিন্দুত্বই ভারতীয়ত্ব একথা আলাদা করে বা আইন প্রণয়ন করে প্রতিষ্ঠা করার দরকার নেই। এটি চিরন্তন সত্য।

এবার আসা যাক ধর্মনিরপেক্ষতার কথায়। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় যে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের ঈশ্বরকে উপাসনা করতে পারবে। অথচ আমরা কী দেখতে পাচ্ছি--- ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তোষণ। একটি গ্রামে একাধিক মানুষ বাস করেন। প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা প্রায় একই। অথচ একটি বিশেষ ধর্মের মানুষ আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন আর কেউ পাচ্ছেন না। এটি কি কখনো ধর্মনিরপেক্ষতা হতে পারে? এর ফলে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ বাড়বেই। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ কে? ধর্মনিরপেক্ষ তিনিই যিনি সব ধর্মকে সমান চোখে দেখেন। তাই ধর্মের ভিত্তিতে নয়, অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে মানুষের উন্নয়ন চাই। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকৃত অর্থেই একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতেই তিনি বলতে পারেন 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ', সবাইকে সঙ্গে করে সবার উন্নয়ন।

তাই নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করা রাজনৈতিক দলগুলির তোষণের রাজনীতি বন্ধ করুন।

—রাহুল চক্রবর্তী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

অভূতপূর্ব গণতন্ত্র দিবস

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

ভারতের গণতন্ত্র দিবস উৎযাপনে উৎসাহ-আড়ম্বরের ঘাটতি নিয়ে খুব একটা অভিযোগ শোনা যায় না। একদিকে যেমন প্রাদেশিক লোকসংস্কৃতি প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে তুলে ধরা হয়, তেমনি আবার সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ ও অস্ত্র-প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতরাষ্ট্রের শক্তিকে দেশে তথা বিশ্বের দরবারে মেলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এক কথায় দিল্লীর রাজপথে গণতন্ত্র দিবস পালনের অনুষ্ঠানকে ভারত-রাষ্ট্র ভাবনার প্রচারের উৎকৃষ্ট মঞ্চ বলে ভাবা হয়। তাই এ বছরও এই আয়োজনের যে কোনো ত্রুটি হোত না একথা না বললেও চলে। কিন্তু এবারের অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্যে অন্যবারের তুলনায় শুধু স্বতন্ত্রই নয়, একেবারে অভূতপূর্ব। কেননা এবারের এদিনটিতে উপরিপাওনা ছিল ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উষ্ণ অনুভূতি, যা কূটনৈতিক সম্পর্কের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে, আমেরিকার 'ঘাড়ে হাত রাখা' বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের যে ভাবনা নিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তার বাস্তবায়নের সুযোগের একশোভাগ সদ্ব্যবহার করেছে সরকার এদিনটিতে। একে তো ক্ষমতায় থাকা মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভারত সফর বিরল ঘটনা। তার উপর, গণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে সেই ব্যক্তির দ্বিতীয়বারের জন্য ভারত সফর তো অভূতপূর্ব ঘটনা।

গণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মোদীর পাশে ওবামা।

সন্ত্রাসবাদের আঘাত আমেরিকার উপর এসে পড়ার পর থেকে, আমেরিকা ধীরে ধীরে ভারতের কাছে আসতে শুরু করলেও, এযাবৎ তার কাছে ভারতের স্থান অনেকটা অধস্তন মিত্রের পর্যায়েই থেকে গেছিল। এই প্রথম ভারত আমেরিকার কাছে বন্ধুত্বের সমকক্ষতা দাবি করার জায়গায় এল। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে ভারতের প্রাসঙ্গিকতা আর আন্তরিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে এবার আমেরিকা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হলো। আর কূটনীতিক মোদী এই প্রেক্ষাপটটিকে সুকৌশলে তাঁর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ধারণার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তার বিশ্বায়ন ঘটালেন বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র ভারতে সমরাস্ত্র বিক্রি নয়, এবার আমেরিকা ভারতের হাতে তুলে দিতে চলেছে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির উন্নত প্রযুক্তিও। অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে পারস্পরিক বিনিয়োগ বাড়ানো এবং নিরাপত্তা এই দুটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়েছে দুই দেশ। মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির ফলে একদিকে যেমন দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে জোয়ার আসবে, তেমনি ভারত শুধুই আর অস্ত্র আমদানি না করে রপ্তানিও করতে পারবে। পরমাণু ক্ষেত্রটিতে বিনিয়োগের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তা নিয়ে যেমন ভাবনা শুরু করল এই সরকার, তেমনি বিশ্বের নির্মাণ-বিনিয়োগের পছন্দের গন্তব্যস্থান এবার থেকে ভারত— এই বার্তা দিয়ে চীনকে টেক্কা দেবার মোক্ষম চাল দিল ভারত। মার্কিন বিনিয়োগে ভারতে বড় মাপের পরমাণু কারখানা হলে জ্বালানি তেলের আমদানির বিপুল খরচ ঠেকানো যাবে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। অনুসারী শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়বে। রাশিয়াসহ কয়েকটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন বিপাকে। চীনের আর্থিক বৃদ্ধিও আগের তুলনায় দুর্বল। এই অবস্থায় ভারতই আমেরিকার কাছে লগ্নির সেরা জায়গা, কেননা এখানে আর্থিক বৃদ্ধির আশা প্রবল। অন্যদিকে, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আমেরিকা তার স্থায়ী বন্ধু হিসেবে পাশে পেল ভারতের মতো একটি শক্তিশালী আর বিশ্বস্ত রাষ্ট্রকে। সংক্ষেপে, ভারত-মার্কিন দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্বের ঐতিহাসিক সূচনা হয়ে গেল গণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে।

আরও একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকল এ দিনটি। গতে বাঁধা প্রথা ভাঙার যে অসীম সাহস মোদীজী বার বার দেখিয়ে এসেছেন তা এবার ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছল। তা সে সশরীরে বিমানবন্দরে ওবামা দম্পতিকে স্বাগত জানানোই হোক, বা শুষ্ক করমর্দনকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বদলে দেওয়াই হোক, কিংবা অতিথিকে প্রধানমন্ত্রীর নিজে হাতে চা বানিয়ে খাওয়ানোতেই হোক, অথবা মহিলা ক্যাম্যান্ডোর দিয়ে ওবামাকে 'গার্ড অব অনার' দেওয়াতেই হোক, সবেতেই ভারত তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে বিশ্বের দরবারে মেলে ধরল। কূটনীতির বিশ্বকাপের এবারের আসরে লিগপর্যায়ের খেলাগুলি অনায়াসে জিতে, অন্তিমপর্বের খেলাতেও 'ক্যাপ্টেন মোদী' তাঁর অসামান্য দক্ষতায় 'টিম ইন্ডিয়া'কে বহু কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দিলেন। অভূতপূর্ব বৈ কি! ■

ভারতে চতুর্বর্ণ প্রথার পরম্পরা

রবীন সেনগুপ্ত

বর্তমান যুগে অনেকেই মনে করেন যে জাতভেদ প্রথাই হিন্দুদের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। এই প্রথার মুখ্য হোতা রূপে ব্রাহ্মণ জাতিকে তাঁরা দোষারোপ করে থাকেন। আবার স্বল্প সংখ্যক অপর আর একদল চিন্তাবিদরা বলেন যে— বর্ণভেদ প্রথা এদেশের মহান ঐতিহ্য। এটি বিজ্ঞানসম্মত। জাতভেদ আছে বলেই আমরা যুগে যুগে সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনা করতে পেরেছি, পেশাগত চাহিদা মেটাতে পেরেছি, কর্মসংস্থান সমস্যার মোকাবিলা করতে পেরেছি।

তাঁরা এও বলেন যে অন্য দেশে তো ভারতের মতো এত সুস্পষ্ট জাতিভেদ ছিল না। সেই জন্য তাদের দেশটাকে ইসলাম আর খৃস্টানরা সহজেই দখল করে ধর্ম পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়রা বংশ-পরম্পরায় এত

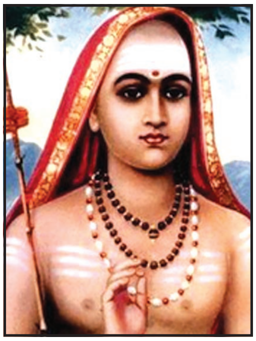

আদি শঙ্করাচার্য

অরবিন্দ ঘোষ

সন্ত রবিদাস

শক্তিশালী ক্ষাত্রগুণ অর্জন করতে পেরেছে বলেই কিছুতেই তাদের পুরোপুরি পরাভূত করা যায়নি। আর এদেশের ব্রাহ্মণরা অধ্যাত্মশক্তির পরম্পরায় অন্য দেশের চেয়ে এতটাই এগিয়ে ছিলেন যে তাঁদেরই আশীর্বাদে, তাঁদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এদেশে বহু মহাপুরুষ ও মহামানব সৃষ্টি হয়েছে। এত উচ্চস্তরের মনীষী অন্য দেশে নেই। চৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, অনুকূলচন্দ্র— তাঁরা তো সব ব্রাহ্মণ সন্তান। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, অবনীন্দ্রনাথ, হেডগেওয়ারজী, গোলওয়ালকরজী, শ্যামাপ্রসাদ, অটলবিহারী বাজপেয়ী এঁরাও তো ব্রাহ্মণ সন্তান। কাজেই সব ব্রাহ্মণ দুষ্ট নয়। কয়েকজন দুষ্ট ব্রাহ্মণ আমাদের ক্ষতিটা করেছে। সদ্ ব্রাহ্মণরা মহাউপকার করে সে ক্ষতি পুষিয়েও দিয়েছেন অনেকটা। বর্ণভেদের সংস্কারগুলি ছিল বলেই না আমরা এই মহাপুরুষদের পেয়েছি। সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, মাতঙ্গিনী হাজরা, জগদীশচন্দ্র বসু, এঁরা প্রত্যেকে কায়স্থ বা বৈশ্য সন্তান। এঁরাও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংস্কারে জারিত হয়ে কত সৎকীর্তিই না স্থাপন করে গিয়েছেন। শূদ্রদের মধ্যেও মহৎ গুণ দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষে। তবে জাতিভেদ প্রথার অপব্যবহারও হয়েছে অনেক।

এইবার আমরা যদি বৈজ্ঞানিক এবং প্রাকৃতিক বিষয়ে অনুসন্ধান করি তাহলে দেখতে পাব যে মানুষের রক্তে চার প্রকার ভাগ রয়েছে। যথা— এ, বি, এবি এবং ও। মৃত্তিকার ভাগও প্রধানত চার প্রকারের। যথা— পলিমিশ্রিত দোআঁশ মাটি, বেলে মাটি, এঁটেল মাটি ও কাঁকুড়ে মাটি। উদ্ভিদ জগৎও চার ভাগে বিভক্ত যথা— মহীরুহ, গুল্ম, বিরুৎ ও শৈবাল ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। খাদ্যও চার প্রকার, যথা— চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। উন্নত প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডেও চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। যথা— ডান অলিন্দ, বাম অলিন্দ, ডান নিলয় ও বাম নিলয়। অফিসেও চার শ্রেণীর কর্মচারী থাকে। যথা এ গ্রেডের কর্মচারী, বি, সি এবং ডি গ্রেডের কর্মচারী। জীবজগতও প্রধানত বৃহৎ প্রাণী, মাঝারি প্রাণী, ক্ষুদ্র প্রাণী ও অতিক্ষুদ্র প্রাণী এই চার ভাগে বিভক্ত। তারপর জাতভেদ তুলতে গিয়ে আমরা নতুন যে ব্যবস্থা করেছি তাতেও ওই চারটি নতুন জাতেরই সৃষ্টি হয়েছে— জেনারেল কাস্ট, সিডিউল কাস্ট, ওবিসি ও সিডিউল ট্রাইবস্। তদুপরি বেদও চার ভাগে বিভক্ত। চতুরাশ্রম যথা— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। চতুবর্গ যথা— ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি ভাগের কথা কোন্ শিক্ষিত মানুষ না জানে? কাজেই জাতিভেদ প্রকৃতিসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মতও। তবে এটাও আরো ভাল করে শিখবার বিষয়। জাতিভেদ প্রকৃতিসম্মত ও আমাদের মহান পরম্পরা মানে এই নয় যে সামান্য কারণে ভেদাভেদ করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য বাড়িয়ে তুলব। সামান্য কারণে কাউকে অচ্ছুৎ ঘোষণা করে সমাজচ্যুত করব। এগুলি মনে রেখে যদি কর্মের ভিত্তিতে, গুণের ভিত্তিতে জাতভেদ মানা যায় তবেই সেটা কারো উষ্মার কারণ হবে না। নচেৎ জাতভেদকে সবাই কুপ্রথা বলেই গণ্য করবে। ∎

পৌরাণিক নগর

কাঞ্চি

গোপাল চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের যে সাতটি নগর মোক্ষদায়িকারূপে পরিগণিত কাঞ্চি তাদের অন্যতম। শাস্ত্রে বলা হয়েছে— ‘‘অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা/পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।।’’ বাকি ছয় অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, উজ্জয়িনী, অবন্তিকা (হরিদ্বার) ও দ্বারকা। কাঞ্চি দু’টি অংশে বিভক্ত— শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণু কাঞ্চি। দক্ষিণ দেশের স্মার্তগণের মতে শিবকাঞ্চি বারাণসী তুল্য। আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের চার প্রান্তের চারটি মঠের মধ্যে দক্ষিণের মঠটি কাঞ্চিতেই অবস্থিত। তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ)-র চেঙ্গেলপুর জেলার একটি পৌরাণিক নগর কাঞ্চি অতি প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি মহাভাষ্যে এই নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণেও কাঞ্চির উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান হিসাবে এটি বৌদ্ধদের পরমতীর্থ ছিল। প্রাচীন ইতিহাসে কাঞ্চিকে দ্রাবিড় চোল রাজাদের অধিকারভুক্ত দেখা যায়। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পহ্লবগণ দ্রাবিড়রাজ্য জয় করে এবং কাঞ্চিপুরমে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ কাঞ্চিপুরমে এসেছিলেন। তিনি কাঞ্চিকে ধর্মে জ্ঞানে বিদ্যায় বিক্রমে ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। পহ্লবগণের পতনের পর কাঞ্চি বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তখন থেকেই কাঞ্চি ছিল শিল্প বাণিজ্যে অগ্রগণ্য। সোনার সূতো দিয়ে কাঞ্চির মালবেরি বা কাঞ্চিভরম সিল্ক সৃষ্টি যদিও দেবদাসীদের বসনরূপে, তবে আজ তা ভারত তথা বহির্বিশ্বের নারীদের অতি প্রিয়।

দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চি নামে খ্যাত কাঞ্চিপুরম্ অতীতে দেওয়ালে ঘেরা ছিল। খৃঃপূঃ কালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও প্রসার পেয়েছিল। চতুর্থ শতকে হিন্দু মন্দিরের ব্যাপক সূত্রপাতে অতীত লোপ পায়। চোল রাজাদের আমলের একটি জৈন মন্দিরের অস্তিত্ব অদ্যাবধি রয়েছে নগর প্রান্তে বেগবতী নদীর তীরে। কাঞ্চির প্রাচীনতম মন্দির কৈলাসনাথ। এটি ভারতবর্ষেরও প্রাচীনতম মন্দির। আট কোণা শিখর বিশিষ্ট পিরামিডধর্মী মন্দিরটি পহ্লবরাজ রাজা সিংহের রাণীর অভিলাষ পূরণের জন্য নির্মাণ করিয়েছিলেন সপ্তম শতকের প্রারম্ভে। মন্দিরের সম্মুখভাগ তাঁর পুত্র তৃতীয় মহেন্দ্র বর্মন নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দির অভ্যন্তরে শিবকে ঘিরে রয়েছেন দেবী দুর্গা বিষ্ণু আর চত্বর জুড়ে রয়েছেন নন্দী ও ৫৮ জন দেবদেবী। মূর্তির মাধ্যমে হরপার্বতীর নৃত্য প্রতিযোগিতার আসরও বসেছে মূল মন্দিরের পাশে— বিচারক ব্রহ্ম ও বিষ্ণু। সুন্দর ভাস্কর্য, পালি ভাষায় নানান পৌরাণিক আখ্যান রূপ পেয়েছে ব্যাস-রিলিফ প্রথায়। কাঞ্চির আর এক দ্রষ্টব্য একাম্বরেশ্বর মন্দির। এটিও পহ্লব রাজাদের তৈরি।

দেবতা শিব ক্ষিতি বা পৃথিবীরূপে পূজিত হন। এই মন্দিরটি পরবর্তীকালে সংস্কার হয়েছে চোল ও বিজয় নগরের রাজাদের হাতে। আয়তনে বৃহত্তম (২২ একর) এই মন্দিরের দক্ষিণমুখী ৬৭ মিটার উঁচু গোপুরম্টির সঙ্গে পাথরের প্রাচীরও গড়েন ১৫০৯ খৃস্টাব্দে বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়। কামনা পূরণের অনড় দেবতা লিঙ্গরূপ কামেশ্বরশিব একাম্বরেশ্বরে অধিষ্ঠান করছেন। দক্ষিণ সর্বতীর্থম্ পুষ্করিণী আর রয়েছে কিংবদন্তীর সেই ইচ্ছাপূরণ আমগাছ ৩৫০০ বছরের প্রাচীন এক আম্রনাথা। এমনকী দেবতা তথা মন্দিরের নামটিও শ্রী একাম্বরানাথর। আমও হয় চার স্বাদের— একই গাছের চার শাখায়। কিংবদন্তী এই চার ধরনের আম চার বেদের প্রতীক। জনশ্রুতি শিব ও কামাক্ষীর

বিবাহস্থলের স্মারক এই একাম্বরানাথার। প্রতি চৈত্র মাসে (এপ্রিল) পালিত হয় দেব-বিবাহ বার্ষিকী।

কাঞ্চি যখন মুসলমান অধিকারে আসে তখন একাম্বরাথজীর বিগ্রহ মাদ্রাজে স্থানান্তরিত করা হয়। বৃটিশ শাসনামলে ক্লাইভ উদ্যোগ নিয়ে এই মূর্তি শিবকাঞ্চিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করান। কাঞ্চির আর এক বিশেষ দ্রষ্টব্য শ্রীকামাক্ষীর পাশে শ্রীবৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। পহ্লবরাজ দ্বিতীয় নন্দীবর্মন-এর দ্বারা অষ্টম শতকে নির্মিত। মন্দিরের দেবতা বিষ্ণু। মন্দিরের দ্রাবিরীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ফ্রেস্কোচিত্র দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

বর্তমান শহরের অনতিদূরে বিজয় নগর রাজাদের তৈরি শ্রীভরদ্রাজাপেরুমল বা দেবরাজ স্বামী মন্দিরেও দেবতা পেরুমল বা বিষ্ণু। জনশ্রুতি ত্রিশ ফুট উচ্চতার আর এক দেবতা রয়েছেন নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে। প্রতি ৪৮ বছর অন্তর জল থেকে দেবতাকে তুলে পূজা অর্চনা ও দর্শন করানো হয়।

আগামী দর্শন ২০২৭-এ। মহীশূরের হিন্দুরাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন অধিকারের পর হায়দার আলির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান।

কাঞ্চির আর এক উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান শঙ্করম মণ্ডপম্। ৬৮তম আচার্য শ্রীচন্দ্রশেখরেন্দ্র ১০০ বছর বয়সে জানুয়ারি ১৯৯৪-এ দেহ রাখেন। তাঁর সমাধির উপর নির্মিত হয়েছে মঠ। এখানকার ধ্যানকক্ষটি আকর্ষণীয়। শুধু শিল্প নয়, শিক্ষাদীক্ষায়ও কাঞ্চি ছিল অগ্রগণ্য। কৌটিল্য, আদিশঙ্করাচার্য, সিরুথোণ্ডার, বোধিধর্ম এঁদের গৌরবময় কর্মযজ্ঞের দ্বারা কাঞ্চি গৌরবান্বিত। এনাথুর গ্রামে কাঞ্চির শঙ্করাচার্য মঠের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টিও আর এক উজ্জ্বল সম্পদ। এখানকার প্রাচীন গ্রন্থের সম্ভার উল্লেখযোগ্য। এখানে আদি শঙ্করাচার্যের ৬০ ফুট উঁচু মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ∎

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

শ্যামসুন্দরের পঞ্চরথ

ড. প্রণব রায়

গ্রাম-বাংলায় এখনো এমন অনেক মন্দির আছে, যেগুলি আজও লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে। সেইসব গ্রামে যাওয়া-আসার যানবাহনের কোনো সুবিধা নেই। অথচ মন্দিরগুলি প্রাচীন ও 'টেরাকোটা' অলংকরণ সমৃদ্ধ। অনেকগুলির প্রতিষ্ঠাসূচক লিপি আছে। লিপি এত অস্পষ্ট হয়ে এসেছে যে বহুকাল আগে অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করা হলেও আজ সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে বা প্রচণ্ড ক্ষয়ে যাওয়ায় আজ তার পাঠোদ্ধার করা শক্ত।

বর্তমান লেখক অপ্রসিদ্ধ বহু মন্দির বাংলার নানা স্থানে বহুকাল আগে লক্ষ্য করেছেন। সেই ধরনের একটি মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে দেওয়া হলো।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত এমন একটি মন্দির রঘুনাথপুরের গোঁসাইদের শ্যামসুন্দরজীউর 'পঞ্চরত্ন'। গ্রামটি নিকটবর্তী তাতার খাঁ মৌজার অন্তর্গত। লেখকের পরিদর্শনের সময় শ্যামসুন্দর মন্দিরটি খুবই জরাজীর্ণ ও কিছুটা জঙ্গলসমাকীর্ণ ছিল। এই মন্দিরের রত্নগুলি দেউল-রীতির। সামনে চুনবালিতে উৎকীর্ণ লিপিটি অতি অস্পষ্ট। খুব কষ্টে বহু আগে পাঠোদ্ধার করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ এই লিপিটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো : 'শ্রীশ্রী কিস/র মহনজীউ/চরণে স্বরণং/আরম্ভ ১০/ফাল্গুন স/শব্দা ১৭৪৪/সন ১২০২৯ সাল'— অর্থাৎ ১৭৪৪ শকাব্দ বা ১৮২২ খৃস্টাব্দে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু কবে শেষ হয় তা লিপি থেকে বোঝা যায় না। প্রতিষ্ঠাতা বা মিস্ত্রীর কোনো নাম লিপিতে নেই।

ইঁটের তৈরি এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৭ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট! সামনে প্রবেশপথ সুদৃশ্য 'ইমারতি' থাম ও 'দরুন' খিলানযুক্ত। গর্ভগৃহ আয়তক্ষেত্রকার। ভেতরের ছাদ ছোটবড়ো খিলানের ওপর তলটি গঠিত। গর্ভগৃহের পশ্চিমদিকের দেওয়ালসংলগ্ন বাইরে যাওয়া একটি পথ আছে। দ্বিতলে ওঠার সিঁড়িও আছে। সামনের বারান্দার ছাদ খিলানে গঠিত।

ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিন প্রস্থে 'টেরাকোটা'র কিছু মূর্তিফলক আছে— যেমন, রামরাবণের যুদ্ধ, রামসীতা ইত্যাদি। অন্য কিছু দেব-দেবী লীলাদৃশ্যও আছে। টেরাকোটা-মূর্তিফলকগুলি তেমন উচ্চমানের নয়।

পাঁশকুড়া-ঘাটাল রোডে গঙ্গামাড়োতলা থেকে পশ্চিমে রঘুনাথপুর প্রায় ছয় কিলোমিটার। গ্রামটি দুর্গম। কাঁসাই খাল এই গ্রামের কাছাকাছি।

এই গ্রামের নিকটবর্তী বসন্তপুর গ্রামে (তিলন্দ বসন্তপুর) শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা'-শৈলীর মন্দির সুদৃশ্য। উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট। প্রতিষ্ঠাকালীন কোনো লিপি না থাকলেও স্থাপত্যদৃষ্টে এটি খৃস্টীয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে তৈরি হয় অনুমান। তবে সংস্কারকাল বাংলা ১৩১৮ বা ১৯১১ খৃস্টাব্দ।

দুর্গম গ্রামাঞ্চলের অনেক স্থানে এরূপ বহু মন্দির অবহেলা অনাদরে লুপ্তপ্রায়। ∎

প্যারীচাঁদ মিত্র-র স্মৃতিজড়ানো দেবাঙ্গনে দলবেঁধে একদিন

কৌশিক গুহ

বেলঘরিয়ায় প্যারীচাঁদ মিত্রদের দেবাঙ্গন বাগানবাড়িতে পিকনিক হবে ঠিক করল শুভজিৎরা। বিটি রোড ছুটে যাচ্ছে তার ব্যস্ততা নিয়ে। কত গাড়ি চলে যাচ্ছে অনবরত। আশেপাশে বাড়ির সংখ্যা কম নয়। দিনে দিনে বাড়ছে। প্যারীচাঁদ মিত্রদের বাগানবাড়ি একইরকম বহু বছর ধরে। আসলে ওখানকার বাগান দেখার মতো হলেও ওটা ঠাকুরবাড়ি। প্রতিদিন পুজো হয় মদনমোহনের। বাগানে কতরকম গাছ। একেবারে ছবির মতো সাজানো। আগে কয়েকজন মালি দেখাশোনা করত। এখন রয়েছে দুজন। ছোট জায়গা তো নয় বেশ বড়। ৮০ বিঘে। আগে আরও খানিকটা বড় ছিল। চলে গেছে সরকারের অনুরোধে কিছু ছেড়ে দেওয়ায়। সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে কিসব করা হয়েছে। বাকিটা দেবোত্তর সম্পত্তি। যত্নে রয়েছে। শরিক অনেকে। তবে সকলের মত একটাই— 'ওই বাগান যেমন আছে তেমনি থাকবে।' মন্দিরে পুজো হয়। পুজো দেখতে আসে অনেকে। প্রসাদ পায়। বাগানে ঘুরে বেড়ানোয় কোনোরকম বাধা নেই। বারণ আছে গাছে হাত দেওয়ার। বড় পুকুর রয়েছে। বাঁধানো ঘাট। সেখানে ছোট্ট একটা ঘর। চুপচাপ বসে ভাবা যায়। ছবি আঁকতে লিখতে অসুবিধে নেই। ওইরকম নিরিবিলি জায়গা পেলে লেখক শিল্পীরা তো দারুণ খুশি হতেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র-র নাতির নাতি সুবীর মিত্র। শুভজিৎ যেখানে ছবি আঁকা গান নাটক আবৃত্তি শেখে সেই সংস্থার সহ-সভাপতি। পেশায় চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট। তাঁর এক ভাই পূর্ণব্রত বাগান দেখাশোনা করেন। ওই বাগানে পিকনিক করার মজা অন্যরকম। তবে সব খাবারই হবে নিরামিষ। দেবাঙ্গন তো। কারও তাতে আপত্তি নেই। নিরামিষ খাবার অনেকরকম হতে পারে। আসলে দলবেঁধে কিছুক্ষণ বাইরে কাটানোর মধ্যে দারুণ মজা। গান বাজনা আবৃত্তি সব থাকবে। তবে খেলা যাবে না। চারদিকে গাছ আছে তো।

গাছ চেনার দারুণ সুযোগ ওখানে। সুবীরকাকু মালিকে ডেকে বললেন, 'এদের বাগানটা দেখিয়ে দাও তো।' অনেকেই গেলো বাগান দেখতে। বড়োরা গেলো না। তাদের মত, 'অত দেখার কিছু নেই। মনেও থাকবে না। তার চেয়ে চেয়ার আর সতরঞ্চিতে বসে জমিয়ে গল্প করা ভালো।'

যারা গাছ দেখতে গিয়েছিল তারা ঘুরে ফিরে এলো। খুব খুশি। অনেকেই ছবি তুলেছে। অর্ক দ্রোণ আর সিদ্ধার্থ তো ছবি আঁকতে বসেছিল। জলরঙে ছবি আঁকবে ঠিক করেছিল তারা। স্কেচ করল কেউ কেউ পেনসিলে। অজয় গুপ্ত বললেন, 'এবছর প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্মের দুশো বছর।'

রবিবার সকাল আটটায় ঢুকে পড়েছিল বাগানে। কে যেন গেয়ে উঠল, 'এখানে আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।' মন ভরে গেলো। রান্নার ঠাকুররা আগেই এসেছিল। ঠিক সাড়ে আটটায় তারা জলখাবার দিলো। দশটার সময় পকৌড়া চা পেলো সবাই। একটার সময় খাওয়া। একসঙ্গে বসে খাওয়ার মজা অন্যরকম। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ গল্প। তারপর গান আবৃত্তি এবং আরও কিছু। পিকনিকের প্রধান ব্যবস্থাপক সমীর চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'প্রত্যেককে কিছু বলতে করতে হবে। যেমন খুশি।' যাদের একটু দ্বিধা ছিল তারাও তা সহজে কাটিয়ে উঠল।

সাড়ে চারটায় বেরিয়ে পড়া। ফেরার আগে আরেকবার বাগান ঘোরা। এবার সকলে মিলে। শুভজিৎ মনে মনে বলল প্যারীচাঁদ মিত্রর উদ্দেশে, 'তোমার স্মৃতিঘেরা তীর্থে ঘুরে গেলাম। এদিনের কথা কোনোদিন ভুলবো না।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

পথ চলতে

পরীক্ষাকে সহজভাবে নেওয়া

কদিন বাদে সপ্তর্ষির মাধ্যমিক পরীক্ষা। এটাই তার জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা। সে বেশিক্ষণ পড়ে না। হইচই একটু বেশি করে বলে বাড়িতে বকুনি খায়। তবে জ্যেঠু বলে, 'ছোটোরা হইচই করবে নাতো করবে কারা?' জ্যেঠু কিছু বললে চুপ করে থাকে। আসলে নানা কারণে সপ্তর্ষি জ্যেঠুকে বন্ধু মনে করে। সহজভাবে সব কথা বলতে পারে। জ্যেঠিমাও ঠিক তাই। যত আবদার তার জ্যেঠিমার কাছে। এবারে বড় পরীক্ষা দেবে বলে তাকে খুব খাটতে হচ্ছে। জ্যেঠিমা বলে দিয়েছে, 'খাবে খেলবে পড়বে। পরীক্ষার সময় খেলার জন্যে সময় থাকবে কম। খেলা নিয়ে বেশি মাতামাতি ওইসময় নয়। কদিন বাদে আবার খেলা যাবে।' আসলে খেলতে গেলে চোটও লাগতে পারে। পরীক্ষার আগে শরীর ঠিক রাখা দরকার। জ্যেঠিমা বলেছে, 'টেলিভিশন দেখতে হবে। বাড়িতে কেউ যেন সারাক্ষণ টিভি চালাতে না চায়।' জ্যেঠিমা অনেক বছর ধরে স্কুলে পড়ায়। এখন প্রধানশিক্ষিকা। ছোটোদের নিয়ে সারাজীবন কাজ করেছে। তাদের মন ভালো বোঝে। জ্যেঠিমার কথাকে সবাই মানে। জ্যেঠুও বলে, 'জ্যেঠিমার কাছে জেনে আয়।' তাতে সত্যিই লাভ। জ্যেঠু আদর করে, এটা সেটা দেয়। জ্যেঠিমা দেয় আরো কিছু বেশি। গল্প করতে করতে কত কি শিখিয়ে দেয়। বলেছে, 'পরীক্ষাকে একটুও ভয় পেতে নেই। সহজভাবে নিয়ে এগোতে হবে। সারাবছর নিয়ম মেনে পড়লে ঘাবড়াবার কিছু নেই।' সপ্তর্ষির মনে আছে জ্যেঠুর কোলে বসে হাতেখড়ি হয়েছিল তার সরস্বতী পুজোর দিনে। তারপর এতগুলো বছর কেটেছে। বাড়িতে পড়ার পরিবেশ খুব ভালো থাকায় সপ্তর্ষি বইপত্রের মধ্যে অন্যরকম মজা খুঁজে পেয়েছিল। জ্যেঠু বলেছে, 'এগিয়ে চলো। বড়ো হও।' বাবা-মা একটু বকাবকি করলেও সপ্তর্ষি জানে তার জ্যেঠু জেঠিমার কাছে ঠিকমতো পরামর্শ পাবে সবসময়।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. কোন্ বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে ভারত জয়ী হয়েছিল? সাল? অধিনায়ক কে ছিলেন? বিপক্ষে কোন্ দল ছিল? ভারত কি এর আগে বিশ্বকাপ জয় করেছিল?

২. শচীন তেণ্ডুলকর কত বছর বয়সে টেস্ট খেলা শুরু করেন? কবে তিনি টেস্ট খেলা থেকে অবসর নেন? সেটি তাঁর কততম টেস্ট ছিল? কোথায় খেলা হয়? বিপক্ষে ছিল কোন্ দেশ?

৩. ধ্যানচাঁদ কোন্ খেলার জন্যে বিখ্যাত? কোন্ অলিম্পিকে তাঁর নেতৃত্বে ভারত স্বর্ণপদক পায়? তাঁর জন্মদিন কীভাবে পালন করা হয়?

৪. কোন্ খেলার জন্য বিশ্বনাথন আনন্দ বিখ্যাত?

৫. চুনী গোস্বামী কোন্ কোন্ খেলায় পারদর্শী ছিলেন?

উত্তর উত্তর : ১. প্রুডেনসিয়াল ওয়ার্ল্ড কাপ। ১৯৮৩। কপিল দেব। ইংল্যান্ড। সেই প্রথম। ২. ১৬ বছর বয়সে। ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর। ২০০তম। মুম্বাইয়ের ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৩. হকি। ১৯৩৬ বারলিন অলিম্পিকে। জাতীয় ক্রীড়া দিবস। ৪. দাবা। ৫. ফুটবল। ক্রিকেট। টেনিস।

ফিরে পড়া

ভাষা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(১৮১২-১৮৫৯)

হায়-হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।।
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোন্ মতে নাহি তার জীবনের আশা।।
নিশিযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা।।
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে-ঘরে।
কোনোমতে কেহ নাহি সমাদর করে।।

অঙ্গনা

ঘর-সংসারে নারীর অবদান

আনন্দিতা সরকার

নতুন পরিবেশ, পুরনো অভ্যেসের রদবদল, নতুন দায়িত্ব এসবের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে নেওয়া, সাংসারিক কাজে অভ্যস্ত হওয়া। এসব কিছুর সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সুখী পরিবার। কথাতেই আছে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। তাই একটি সংসার সাজিয়ে তুলতে মহিলাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সংসারের নিত্যকর্মকে একঘেয়েমি কাজ ভেবে করলে হবে না। গতানুগতিকতার মাঝেও আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সবই নির্ভর করবে নবদম্পতির উপর। আসলে যত্ন করে সংসারকে সাজিয়ে তোলাও একটা শিল্প। আর সেই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের সমাজ মহিলাদের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তারই কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

ঘর গেরস্থালি : বিয়ের পর নতুন সংসার মানে নতুন মানুষের পাশাপাশি বাড়ি-ঘর, পাড়া, দোকান-বাজার সবকিছুরই পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়াটা প্রথম দরকার। কাছে-পিঠে মুদির দোকান, ওষুধের দোকান, খোঁজ নিয়ে নিন। প্রথম দিকে জামা-কাপড়ের হিসাব-নিকেশ রাখাটা সম্ভব নয়। তাই লিখে রাখুন। এছাড়াও ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, কেবল আপারেটরের নাম, ফোন নম্বর এক জায়গায় নোট করে রাখুন। দরকারের সময় সুবিধা হবে।

টেলিফোনে গ্যাস বুক করুন সময়মতো। ভোরের চা দু'জনে বা পরিবারে শ্বশুর-শাশুড়ি থাকলে তাঁদের সঙ্গে বসে খান। এটা প্রত্যেকদিনের অভ্যেসের মধ্যেই রাখুন। তখন এটুকু মুহূর্তই যেন সবচেয়ে সুখকর মনে হবে।

সকালে উঠে দু'জনকেই একসঙ্গে অফিসে যেতে হবে। তাই আগের দিন রাতেই প্ল্যান করে রাখুন ব্রেকফাস্ট ও অফিস লাঞ্চ। পরদিন কোন পোশাকটা পরবেন সেটাও ভেবে রাখুন। আরও ভাল হয় যদি আগের দিন রাতে দু'জনে মিলে পরের দিনের রান্নার মেনুটা ঠিক করে রাখেন।

রান্নাবান্না : বিয়ের পর বেশ কিছুদিন এর বাড়ি ওর বাড়ি নিমন্ত্রণ থাকবে। তারপর কোনওদিন হয়তো বাইরেই রাতের খাবারটা সেরে ফেললেন। কিন্তু এর পর তো আপনাকেই রান্না করতে হবে। আসলে প্রিয় মানুষটাকে নিজে রেঁধে খাওয়ানোর মজাটাই আলাদা। আপনি যদি রন্ধন পটীয়সী হন তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি ভয় পান তাহলে ননস্টিকের বাসনপত্র ব্যবহার করুন। এতে লেগে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়াটা কম হবে। ওভেন থাকলে আরও সুবিধা।

অন্দরমহল : সুন্দর করে বাড়ি সাজিয়ে রাখুন। সব কাজ নিজে করতে যাবেন না। ডাস্টিং, কাপড় কাচা, বাসনধোয়া ইত্যাদির দায়িত্ব দিন কাজের লোককে। পার্টটাইম লোক হলে আপনাদের বেরনো এবং বাড়ি ফেরার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে তার আসা-যাওয়ার সময় ঠিক করুন। টপ বারান্দা বা ব্যালকনি কিংবা ঘরের লাগোয়া ছোট বসার জায়গা থাকলে সেখানটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারেন। এখন তো বিভিন্ন নকশাদার মানানসই ফার্নিচার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কিংবা বেশ কিছু অনলাইনেও শপিং করা যাচ্ছে ফার্নিচারের। সে রকম অত্যাধুনিক নকশা করা ছোট বসার টি-টেবিল রাখতে পারেন। সকালে দু'জনে মিলে সেখানে বসে সুগন্ধি চা খেতে মন্দ লাগবে না।

ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং : এতদিন মা-বাবা'র ওপরেই এই বিষয়টা ন্যস্ত ছিল। এখন তো আপনার নিজের সংসার। বাড়িতে বড়রা থাকলেও এটা আপনাকেই দেখতে হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী একা থাকেন তা হলে তো কোনওভাবেই কারও থেকে সাহায্য নেওয়াটা সম্ভব নয়। পার্সোনাল ব্যালেন্সশিটও কিন্তু যে কোনও একটা বিজনেসের মতোই। প্রথম থেকেই ঠিকমতো প্ল্যানিংটা জরুরি। আসল কথা হলো শৃঙ্খলা মেনে খরচ করতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষরা বেশিরভাগ সময়ই সেটা মনে রাখি না। রোজগারের শুরু থেকেই গুছিয়ে আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে পারলে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। কোন খাতে কত খরচ করবেন দু'জনে মিলে একসঙ্গে ঠিক করুন। পিপিএফ, মেডিক্লেম, ফিক্সড ডিপোজিট— এগুলি সবই নির্ভর করবে আপনাদের আয়ের ওপর। বেহিসাবি হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। নিজের বাড়ি না থাকলে ফ্ল্যাট বা বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তবে ইএমআই হিসাব করে প্ল্যান করুন।

সপ্তাহের শেষদিন : রবিবার ছুটি। তাই শনিবার একটু রিল্যাক্সড করতেই পারেন। বাড়িতেই বেশ কিছু ভাল আইটেমের ব্যবস্থা করতে পারেন। নতুন কোনো রেসিপি জেনে থাকলে সেটাই রান্না করে সুন্দর করে পরিবেশন করে দিন পরিবারের সকলকে।

রবিবার লোক-লৌকিকতা সারতে পারেন। আবার সারা সপ্তাহের ক্লান্তি কাটাতে সেইদিন বাড়িতে রিল্যাক্স করলেও মন্দ নয়। অতএব, নতুন সংসার গুছিয়ে ফেলুন, আনন্দ করুন। ∎

(সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ)

ডিজিটাল ভারতের জন্য দরজা খুলে গেল

অতিথি কলম

রবিশঙ্কর প্রসাদ

সদ্য সমাপ্ত বারাক ওবামার ভারত সফর নতুন আশা এবং সম্পর্কের সম্ভাবনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো দুই দেশের মধ্যে। অনেক বিষয়ের মধ্যে আমার ধারণা যে এই নতুন সম্পর্ক আইসিটি এবং ডিজিটাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক দিগন্ত খুলে দেবে। ইতিমধ্যে ভারতের তথ্য প্রযুক্তির ৬০ শতাংশ রপ্তানি যার মূল্য ৫০ বিলিয়ন ডলার সবটাই মার্কিন দেশে। মার্কিন দুনিয়ার কোম্পানিগুলি তাদের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য উৎসাহ দেখিয়েছে।

মোদী সরকার গঠনের একশ' দিনের মধ্যে 'ডিজিটাল ভারত' ফ্লাগশিপ কর্মসূচির কার্যকারিতা দেখিয়েছে ডিজিটাল যোগাযোগের দুনিয়ায় এবং ইন্দো-মার্কিন বন্ধুত্বে নতুন মাত্রা জুগিয়েছে।

ডিজিটাল ভারত কি? ভারতের কাছে আমরা ঋণী এটা স্বীকার করে নেওয়া আমাদের দায়বদ্ধতা এবং আমাদের প্রগতির পক্ষে এক উপহার স্বরূপ। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতের কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ভারতের যুব সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করা। ডিজিটাল ভারত এমনভাবে রূপায়িত যা ডিজিটাল বিশেষজ্ঞ-র সঙ্গে ডিজিটাল অজ্ঞের সেতুবন্ধন করবে, সেতুবন্ধন করবে গরিব ও ধনীদের মধ্যে, গ্রাম ও শহরের দূরত্ব ঘোচাবে, অশিক্ষিত ও শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করবে, দূরত্ব ঘোচাবে বেকার ও কর্মজীবীদের মধ্যে কিংবা ব্যবধান কমাবে ক্ষমতাশালী ও দুর্বলদের মধ্যে।

ডিজিটাল ভারত এক বিশাল ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাকে এক জালে বুনে একসঙ্গে এক সার্বিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে দেশকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত। সেগুলি হলো : (১) ডিজিটাল পরিকাঠামোর গঠন, (২) চাহিদা মতো ডিজিটাল প্রশাসন ও সেবা সরবরাহ ও (৩) সব নাগরিককে ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এর মধ্যে রয়েছে ঈপ্সিত জাতীয় অপটিক ফাইবার নেটওয়ার্ক কার্যক্রম প্রস্তুত করা যার লক্ষ্য হলো ভারতের আড়াই লক্ষ গ্রামপঞ্চায়েত। এই আড়াই লক্ষ পঞ্চায়েতকে ৭০ হাজার কিলোমিটার প্রসারিত এই হাই-স্পিড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হবে আগামী তিন বছরের মধ্যে। এর মাধ্যমে ৬০ কোটি ভারতীয় অত্যাধুনিক যোগাযোগ পরিষেবার সুযোগ পাবে। এই জাতীয় অপটিক ফাইবার নেটওয়ার্ক কর্মসূচি রচিত হবে রাজ্যগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

সম্প্রতি আমি কেরলের ইডিক্কু জেলায় আমাদের দেশের প্রথম দ্রুত গতিসম্পন্ন গ্রামীণ ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের উদ্বোধন করলাম। যদি ৯০ কোটি মোবাইল ফোন ৩০ কোটি ইন্টারনেট সংযোগ বিনা সরকারি মদতেই চলতে পারে তবে একবার ভাবুন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মসূচি কতটা প্রসারিত হবে।

ডিজিটাল ভারতের এক উল্লেখ্য বিষয় হলো এর মাধ্যমে জাতীয় স্তরে ব্যাপকহারে পরিকাঠামো পৌঁছে যাবে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছে, যেমন টেলি যোগাযোগ, কেবল টিভি ওপারেটর জাতীয় সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছে। এর মাধ্যমেই পৌঁছে যাবে নব প্রজন্মের প্রযুক্তি প্রতিটি নাগরিকের দুয়ারে।

ভারতীয়রা আগ্রহভরে পর্যবেক্ষণ করছে নতুন প্রযুক্তি আগমনের এবং একবার যদি তারা মনে করে এই প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্য তবে তারা তা উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের জীবনসঙ্গী করে নেবে। ডিজিটাল ভারত পরিশীলিত রূপে মানুষকে ক্ষমতাবান করবে শক্তি প্রযুক্তির মাধ্যমে।

ডিজিটাল ভারত প্রশাসনের কাজকর্মের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে দ্রুততর এবং সময়মত সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা। এটা খুব জরুরি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে সমভাবে পৌঁছে যাবে। আমার বিশ্বাস, ব্রডব্যান্ড পরিষেবা গ্রামীণ ভারতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে এক নতুন জগতের দরজা খুলে দেবে। এর মাধ্যমে প্রসার ঘটবে ই-কমার্সের, আউটসোর্সিং-র। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কৃষি বিপণনে, দেশের প্রচলিত কুটীর শিল্পজাত সামগ্রী বিপণনে সমৃদ্ধি ঘটবে।

দেশে প্রতি বছর একশ' বিলিয়ন ডলারের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ব্যবহৃত হয়— এর মধ্যে অধিকাংশই আমদানিকৃত। এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন, কমপিউটার, সিম কার্ড, স্মার্ট কার্ড, টেলিভিশন, এলইডি, ক্যামেরা থেকে শুরু করে চিকিৎসায় ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন সামগ্রী। এবং তৎসহ প্রতিরক্ষা উৎপাদনে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন সামগ্রী। উত্তরোত্তর ভারতীয় চাহিদা মেটাতে এইসব ইলেকট্রনিক সামগ্রী দেশে উৎপন্ন হোক এটাই কাম্য। এই জন্যই সরকার এইসব সামগ্রীর প্রয়োজন মেটাতে এবং রপ্তানি বাড়াতে 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' স্লোগানের মাধ্যমে সাড়া জাগিয়েছে। ডিজিটাল ভারত

আহ্বান জানাচ্ছে দেশীয় ও বিদেশি নির্মাণ সংস্থাগুলিকে যাতে তারা এদেশে এই সব সামগ্রী তৈরি করে।

বিজাতীয় কোম্পানিগুলি রপ্তানির কথা না ভেবে এদেশে বিনিয়োগ করে উচ্চ প্রযুক্তির সামগ্রী এদেশেই তৈরি করুক। 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া'-কে বাস্তবায়িত করতে বিভিন্ন ছাড়ের কথা সরকার ঘোষণা করেছে। মেধার দুনিয়ায় বিস্তারের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির পেশাগত মানুষদের জন্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে, যেমন ইলেকট্রনিক্স ফান্ড গঠন। এর মাধ্যমে উৎসাহ দিতে সরকার 'দিশা' নামে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে দেশে ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়বে যাতে করে এর সুবিধা অর্জন করতে পারে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিও। সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে স্ব-নির্ভর ব্যক্তিদের কাছে কিংবা উপকৃত হবে ছোট-মাঝারি সংস্থাগুলি।

আমার স্বপ্ন একদিন মোবাইল সেবার মাধ্যমে বাগানের মালি, মিস্ত্রি, ড্রাইভার, দোকানদার, শিক্ষক, দর্জির মতো মানুষরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসার ঘটাবে।

আমরা শীঘ্রই একটি নীতি প্রণয়ন করছি যাতে করে ছোট মফস্‌সল শহরেও বিপিও-র মাধ্যমে ডিজিটাল যোগাযোগের প্রসার ঘটে এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়িয়ে স্ব-নির্ভরতা এবং যুবকদের মধ্যে কর্ম প্রচেষ্টার সুযোগ বৃদ্ধি করতে।

প্রশিক্ষিত নাগরিক তারা তাদের নিজ নিজ পছন্দের তালিকা তৈরি করতে পারবে, তারা সময় বাঁচাবে, জীবনযাপনের খরচা কমাতে পারবে এবং তারা তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে।

সংখ্যা দিয়ে এই বিপ্লবের সুফল মাপা যায়, যেমন— যোগাযোগ, প্রযুক্তি, গ্রাহক, ডাউনলোড প্রভৃতি। কিন্তু দেশের প্রতিটি নাগরিকের উন্নত জীবনযাত্রা হলো প্রকৃত পরিবর্তন, যা আমাদের সরকার আগামী দিনে আনতে চায়। কাজ অবশ্যই শক্ত এবং বিশাল, তবুও আমরা তা অতিক্রম করবই, কেননা ২০১৪ মে মাসের পর ভারত যথার্থ-ই এক অন্য রূপ পাবে।

(লেখক কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী)

সৌজন্যে : টাইমস অফ ইন্ডিয়া

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা ®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ : দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090

9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

২০১৫-র মে-জুন মাসেই কি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন?

অমলেশ মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার স্বাভাবিক নির্বাচন ২০১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু এই নির্বাচন দেড়বছর অপেক্ষা করবে না। অনুমান, ২০১৫ সালের মাঝামাঝি মে-জুন মাসেই এই নির্বাচন হবে। অবশ্য এই সম্ভাবনা সিবিআই এবং ই.ডি-র তদন্তের দ্রুততার উপর কিছুটা নির্ভরশীল।

যদি এমন হয় যে, তদন্তকারী সংস্থা দু'টি আটঘাট বেঁধে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করতে সময় একটু বেশি নিল কিন্তু তদন্তের ফলাফল অনুমান করা গেল, তাহলে এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ২০১৫ সালের মে-জুন মাসেই হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত।

ক্ষমতাশীল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে এর থেকে দেরিতে এই নির্বাচন হলে ঝাড়ে বংশে লোপাট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস/মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইবেন—

(১) প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভাল করে গুছিয়ে নেওয়ার আগেই নির্বাচন করে নেওয়া। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি এই রাজ্যে (ক) সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রভাবে, (খ) নরেন্দ্র মোদীর প্রভাবে, (গ) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরতন্ত্রের প্রভাবে, (ঘ) সারদা কেলেঙ্কারির প্রভাবে এবং সর্বোপরি (ঙ) তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অসংযত মুসলমান তোষণ ও সিপিএম-এর নিরন্তর হিন্দু বিদ্বেষের কারণে এখন জনমানসে একটি স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু (১) এখনও সেই 'স্থান'টি এত শক্তিশালী হয়নি যে একটি সাধারণ নির্বাচনকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করতে পারে। (২) যেভাবেই হোক, তৃণমূল ও সিপিএম-এর নির্বাচনী সংগঠনের ভিত্ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। (৩) পশ্চিমবঙ্গে জনভিত্তিহীন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিকে এনে বিজেপির নেতৃত্ব দিলে তিনিও সফল হবেন না। তবে কিছুটা জনভিত্তি আর ব্যক্তিগত ক্যারিসমাও আছে এমন কোনো বাঙালি হলে ফল নিশ্চয় হবে।

> **তিনটি মূলধন হাতে নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে ঝাঁপাতে চাইবেন— (ক) তার অবশিষ্ট ভাবমূর্তি এখনই কাজে লাগাতে। (খ) বিজেপি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নয়, সেই সুযোগ নিতে। (গ) সিপিএমকে অধিকতর মজবুত হওয়ার সুবিধা না দিতে।**

দেড় বছর পরে ২০১৬ সালে স্বাভাবিক সময়ে নির্বাচন হলে বিজেপি তাদের অসুবিধাগুলি অনেকটাই অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত মজবুত হয়ে যেতে পারে। সেই পরিস্থিতি বর্তমান শাসকদলের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

(২) সিপিএম ৩৪ বছর একাদিক্রমে এই রাজ্য শাসন করার পর প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যায়— (১) নিরন্তর হিন্দু বিদ্বেষ ও সংখ্যালঘু পক্ষপাতিত্ব, (২) জেলা ও তার নিম্নস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি (৩) নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ না থাকলেও ব্যাপক রাজনীতিকরণ (৪) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপক অপপ্রচার (সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম) যা মানুষ বিশ্বাস করেছিল (৫) সংবাদমাধ্যমগুলির সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে মমতা ও তৃণমূলের পক্ষে প্রচার (৬) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে সরকারের ভীতি (৭) তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনীর শক্তি সিপিএম-এর ওই বাহিনীর শক্তির থেকে অধিক ছিল। সকলেই জানেন যে, এই রাজ্যে নির্বাচনে ওই বাহিনী একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এহেন সিপিএম ইতিমধ্যেই কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছে। দেড় বছর পরে এই শক্তি আরও কিছুটা বাড়তে পারে।

(৩) তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ এখন অনেকটাই চিনে নিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ

হয়নি। দেড় বছর পরে এই মোহমুক্তি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা।

(৪) তৃণমূল কংগ্রেস এখনও দৃশ্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়নি। দেড়বছরের মধ্যে এই বিভাজন দৃশ্যমান ভাবেই হবে। মুকুল রায় এখনই একটি পৃথক গোষ্ঠী করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী আপাতভাবে মুকুল বিরোধী। অনেকের ধারণা ২০১৫ সালের মে মাসের পর তিনি অন্য কোনো দলে যেতে পারেন। তা না হয়ে মুকুল-শুভেন্দু আঁতাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনেক ভীতিপ্রদ। এই ধরনের কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে শুভ নয়। শুধু মুকুল গোষ্ঠীই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে ঘোর আশঙ্কার, শুভেন্দু যোগ হলে তো কথাই নেই। সেই ঘটনা ঘটার আগেই নির্বাচন করে নেওয়া স্বাভাবিক। এখন মুকুলবাবুর সঙ্গে আসন সমঝোতাই করা যায়। অবশ্য গোপনে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইবেন—

(ক) তাঁর অবশিষ্ট ভাবমূর্তি এখনই কাজে লাগাতে।

(খ) বিজেপি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নয়, সেই সুযোগ নিতে।

(গ) সিপিএমকে অধিকতর মজবুত হওয়ার সুবিধা না দিতে।

এই তিনটি মূলধন হাতে নিয়েই তাকে নির্বাচনে ঝাঁপাতে হবে। যেহেতু সিবিআই এখনও কোনো রিপোর্ট দেয়নি তবু সিবিআই-কেই অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, দেড় বছর পরে এই অজুহাত কাজ করবে না।

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে সেই সময়ের মধ্যে আরও কিছু ঘটনা ঘটবে। চিত্র আরও পরিস্কার হবে। মুকুলবাবুকে সিবিআই আবার ডাকতে পারেন, অন্য কেউ (যেমন শুভাপ্রসন্ন) সিবিআই-এর আমন্ত্রণ পেতে পারেন। আরও কিছু তথ্য তাদের হাতে আসতে পারে। ন্যাশন্যাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তৃণমূল ও জেহাদি বিস্ফোরণের প্রমাণ প্রকাশ করতে পারে।

কিন্তু ২০১৫ সালের মে মাসের আগে চূড়ান্ত ক্ষতিকর কিছু তথ্য সিবিআই, ই.ডি. বা এনআইএ দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। আর তাদের রিপোর্ট জনগণের সামনে আসতে আরও সময় লাগবে। সিবিআই রিপোর্ট দেবে সুপ্রিম কোর্টকে। এই সময়টা মমতা কাজে লাগাতে পারেন।

পণ্ডিতেরা সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে অর্ধেক ত্যাগ করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো শেষমেষ হঠাৎ পণ্ডিতদের মতো আচরণ করে ফেলতে পারেন। ২০১৫ সালের মে-জুন মাস নাগাদ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন করানোর মতো কোনো ব্যবস্থা নিয়ে ফেললেন! তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ বিচক্ষণতার কাজটি হবে ২০১৫ সালের মার্চ মাসেই পদত্যাগ করে চলতি বছরের মে-জুন মাসে নির্বাচনে মুখোমুখি হওয়া। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা
স্বস্তিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা
অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম
—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬
দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

‘ডব্লুউ.টি.’-ও-তে ভরতুকি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই আর দেশের মধ্যে এল.পি.জি.-তে ভরতুকি তুলে দেওয়ার প্রতিযোগিতা

এটা কি দ্বিচারিতা নয় ?

এন. সি. দে

গত কয়েক মাস ধরে এলপিজি ডিলারদের দোকানে দোকানে চলেছে গ্রাহক হয়রানি। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বিশাল লাইনে দাঁড়ানো। সঠিক কেউ জানে না কি করতে হবে, তাই একেকজনকে তিন দিন চার দিন লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। শুধু মানুষ শুনেছে জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে আর ঘরে বসে ভরতুকিযুক্ত ৪১৯ টাকার রান্নার গ্যাস পাওয়া যাবে না। গ্যাসের দোকানে লাইন দিয়ে একটা ফর্ম যোগাড় করতে হবে। ফর্মটি ভর্তি করে তার সঙ্গে আধার কার্ড লাগিয়ে জমা দিতে হবে। আবার ছোটাছুটি আধার কার্ড যোগাড় করার জন্য। আধার কার্ড যোগাড় করতে যত হয়রানি হচ্ছে তত বাড়ছে নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপি-র বিরুদ্ধে রোষ। লাইনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন উঠছে— ‘এই বিজেপি কংগ্রেস আমলে সংসদে হৈ-হট্টগোল করেছে আধার কার্ডের বিরুদ্ধে। আধার কার্ডের মাধ্যমে না কি বাংলাদেশি পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের কাতারে কাতারে ভারতীয় নাগরিক করে নেওয়া হচ্ছে! সেই বিজেপি এখন আধার কার্ডের ভিত্তিতে গ্যাসে ভরতুকি দিচ্ছে।’ এই রোষের কথা কর্তাদের কানে পৌঁছতেই আবার নতুন ফরমান জারি হলো। আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। শুধু ব্যাঙ্কে ‘ফর্ম জমা দিলেই চলবে। আবার ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে লাইন। রুষ্ট মানুষের প্রশ্ন— ‘‘ফর্ম জমা দিলে সকলকে যদি ব্যাঙ্কে ভরতুকি পাওয়া যায়, তাহলে আগের মতো ঘরে বসেই পাওয়া যাবে না কেন? এর কি উদ্দেশ্য? তবে কি এটা ভরতুকি তুলে দেওয়ার পূর্ব-লক্ষণ?’

এলপিজি গ্যাসে ভরতুকি নিয়ে সাধারণ মানুষের রোষানলের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর।

১ জানুয়ারি থেকে ব্যাঙ্কে ভরতুকির টাকা জমা দেওয়ার কংগ্রেসি প্রকল্প অনুসরণ করা শুরু। জনগণের আশঙ্কাই সত্যি হতে চলেছে। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না। তাঁর ইচ্ছেটি ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি আর এলপিজি গ্যাসের ভরতুকি নিচ্ছেন না। এটা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু সন্দেহের উদ্রেক হয়ে উঠেছে তখনই যখন তিনি সকলকেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলছেন। ওঁর দলের কয়েকজন মন্ত্রীও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপরে তাঁদের আরো মন্ত্রী, এমপি, এমএলএ, নেতা এবং আমলারা হয়ত এ পথ ধরবেন। জনগণের প্রশ্ন— এ সিদ্ধান্ত যেন ওঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ ওঁরা তো কথায় কথায় এক মাসের বেতনও দান করে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারেন— কি করে পারেন? তা শুধু নিজেই জানেন, ভগবান জানেন আর সিবিআই জানে।

প্রশ্ন হলো, ভরতুকি তুলে দিতে বিজেপি সরকারের কেন এত আগ্রহ ও তৎপরতা? যে বিজেপি ক্ষমতা হাতে পেয়েই ইউরোপ-আমেরিকা চালিত ‘ডব্লু টি ও’-র ভরতুকি নীতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে। জেনিভা বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী সীতারমন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, দেশের মানুষের জন্য এই সরকার ভরতুকি নীতিতে অটল থাকবে। কোনো চাপের কাছেই নতি স্বীকার করবে না। সেই সরকারের আর এক মন্ত্রী অরুণ জেটলি ভরতুকি তুলে দেওয়ার তদারকিতে নেমেছেন কার নির্দেশে? প্রধানমন্ত্রী কি কিছু জানেন না? এটা হতে পারে না! একটা কিংবা দু’টো রাজ্যে ভোটে জিতে জনগণের রোষকে উপেক্ষা করা এক ধরনের ঔদ্ধত্য নয় কি? আমাদের মন্ত্রী-নেতারা তো ঘন ঘন বিদেশে যান, তাঁরা কি জানেন না ইউরোপ-আমেরিকার ধনী দেশগুলি পর্যন্ত ভোগ্যপণ্য ও নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যে কি পরিমাণে ভরতুকি দিয়ে থাকে? এই ‘স্বস্তিকা’ পত্রিকায় বহুবার এই ধরনের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। পুনর্বার দিয়ে এই লেখাটি আরো ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

শুধু এটুকু বলতে চাই, ভারতবর্ষে শুধু নয়, সারা বিশ্বে যদি ধর্ম-সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিকতা বজায় রাখতে হয় তবে বিজেপি-র ক্ষমতায় টিকে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। আর এটা করতে হলে শিল্প-উন্নয়নের নামে দেশের জনগণের স্বার্থ দেশি-বিদেশি কর্পোরেট লবির হাতে বিলিয়ে দেওয়া চলবে না। বিদেশি বণিক দিয়ে দেশের ‘মেক-ইন-ইন্ডিয়া’ প্রকল্প কখনও কোনোমতেই সফল হতে পারে না। জনগণকে সঙ্গে রাখুন, জনগণের সঙ্গে বলুন, জনগণের সঙ্গে দ্বিচারিতা করা বন্ধ করুন। জনগণই আপনাদের ভোট দেবে, বিদেশি বণিকরা নয়। ■

‘চলচ্চিত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখা হবে, কিন্তু দূরদর্শনের আরও শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া দরকার’

চলচ্চিত্র নির্মাতা পহলাজ নিহালানি সেন্সর বোর্ডের নতুন প্রধান হয়েছেন। ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব্ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি রবীন রায়কে দেওয়া সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। সেই সাক্ষাৎকারটির পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত হলো।

■ **কিন্তু এতে বেশি সেন্সরশিপ কেন? মানুষের বিচার-বিবেচনার ওপর তাঁদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?**

■ দেখুন ইংল্যান্ডেও একটা সেন্সর বোর্ড রয়েছে। সুতরাং আমাদের এরকম একটি থাকলে দোষ কোথায়? আপনি কোন জনগণের কথা বলছেন? আমাদের সমস্ত ধরনের মানুষকে নিয়ে চলতে হয়। প্রান্তিক দূরবর্তী গ্রাম থেকে অত্যাধুনিক বহুজাতিক নগরী পর্যন্ত। এঁদের মনস্তত্ত্ব প্রভাবিত করা যেতে পারে।

■ **কিছু পর্যবেক্ষক মনে করেন আপনাকে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার নৈকট্যের জন্য। আপনার প্রতিক্রিয়া কি?**

■ অনেকে অনেক কথা বলতেই পারেন। আমার ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে আমি বহু ধরনের, নানা জাতের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি ও মিশেছি। আমাকে এখন একটা কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি আমাকে বিচার করবেন তো আমার কাজ দিয়ে, নাকি আমি কার কার সঙ্গে মিশছি তা দিয়ে? এটা খুবই অশোভনীয়। আগে আমাকে কাজ করতে দিন। যদি আমার কাজ ভালো হয়, আপনার অভিযোগ ধোপে টিকবে না। যদি বাজে কাজ করি, তাহলে আমাকে সরে যেতেই হবে।

■ **আপনি নিরপেক্ষ হবেন কি করে?**

■ আমি যুগের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে কাজ করবো। আমার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো। আমি মনে করি, আমি নাড়ি বুঝতে পারি। আমি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের তরতাজা মানুষ চাই যারা বোর্ডকে সঠিক বিচার করতে সাহায্য করবে।

■ **বিশ্বরূপম বা পিকে-র মতো চলচ্চিত্রগুলো যেখানে প্রতিবাদের প্রশ্ন এসেছে, সেক্ষেত্রে বিষয়টা কিভাবে সামলাবেন?**

■ এইসব প্রকল্পিত (হাইপোথেটিক্যাল) প্রশ্নের উত্তর দিতে যাব কেন?

■ **সেন্সর বোর্ডের প্রধান হিসেবে আপনার অগ্রাধিকারের তালিকায় কি কি রয়েছে?**

■ আমি স্বচ্ছতার সন্ধানে রয়েছি, যার একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। এই তালিকায় প্রযোজকদের জন্য তৎকালীন পরিষেবা ও প্যানেলে থাকা সদস্যদের জন্য মিশ্র থলে (মিক্সড ব্যাগ) দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তরে আমরা প্রযোজকদের তৎকাল পরিষেবা প্রদান করবো, যাঁদের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক ঘটনা-নির্ভর। তৎকাল পরিষেবার জন্য প্রযোজকদের অবশ্যই আরও বেশি দিতে হবে। আমি একটি প্যানেল তৈরি করতে চাইছি যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষ থাকবেন, যেমন সাংবাদিক, আইনজীবী , উচ্চপদস্থ আমলা ইত্যাদি। এর ফলে চলচ্চিত্র নিয়ে অভিমত পাওয়া অনেক সহজতর হবে। বোর্ডে মানুষের প্রতিভূ একে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।

■ **চলচ্চিত্রে নগ্নতার চিত্র কিংবা বর্ণনা এবং হিংসা-প্রদর্শন সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?**

■ ভালো কথা। এহেন চলচ্চিত্রগুলি প্রকাশযোগ্য কিনা তা বিবেচনা করা হবে। আমি মনে করি দূরদর্শনের আরও শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া উচিত। চলচ্চিত্র হলের দর্শকেরা অন্ততঃপক্ষে টিকিট জোগাড় করবেন এবং ছবি দেখবেন— কিন্তু দূরদর্শন হলো তাৎক্ষণিক চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। সুইচ চালাও এবং ছবি দেখো। এফ টিভির মতো কিছু চ্যানেল সময়সীমার তোয়াক্কা না করে উত্তেজনাকর দৃশ্য প্রদর্শন করে। একেক সময় এদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। আমি বিস্মিত হই যে ছোটোদের বিভাগে একমাত্র ডিজনি, জাপানীয় ও কোরীয় কার্টুন ছাড়া বাকিগুলি নিতান্তই হিংসামূলক হয়। এমনকী যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাও ছোটোদের জন্য উপযুক্ত নয়। এই ধরনের প্রদর্শন কিন্তু বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জনপ্রিয় রিয়েলিটি অনুষ্ঠানগুলিও তাদের সুযোগের অপব্যবহার করছে। এধরনের চিত্ত-বিনোদনের উপকরণ ও হাস্যকৌতুক প্রদর্শনের প্রতি আমাদের নজর থাকবে।

■ **কিন্তু একটি চলচ্চিত্র প্রকাশের পর তাকে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণের সামনে পড়তে হয়, এক্ষেত্রে আপনার করণীয় কি?**

■ আমি আমার সুপারিশ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের বাছাই করা দায়িত্ববান লোকের কাছে পাঠাব যাঁরা চলচ্চিত্রটি খুঁটিয়ে দেখবেন। যদি এটা করা যায়, তবে মানুষের অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

অন্য রকম

কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মানুষের মূল্যবোধ কমে যাওয়ায় রাতবিরেতে মহিলাদের দেশের ছোটবড় শহরে একলা চলাফেরা করা খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগেই রাজধানী শহর দিল্লীতে ট্যাক্সিতে সওয়ার এক মহিলাযাত্রী ট্যাক্সিচালক দ্বারাই অত্যাচারিত হয়েছে। দিল্লীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও দিল্লীপুলিশ রাতে মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়েই দিল্লীর 'মেরুইভ' নামে এক সংস্থা 'মহিলাদের জন্য, মহিলাদের ও মহিলাদের দ্বারা' রাতে ট্যাক্সি পরিষেবা শুরু করতে মনস্থ করে। গত ১৬ জানুয়ারি ভারতের ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন (এনসিআর)-এ দিল্লী পুলিশ কমিশনার বি এস বস্সি 'মেরুইভের ২৫টি গাড়িকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে পরিষেবার শুভ-সূচনা করেন

রাতে এন সি আর-এ এখন পুরুষদের দ্বারা চালিত ট্যাক্সিতে মহিলাদের উঠতে হবে না। মেরুইভ তাদের ট্যাক্সিতে মহিলাদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে আশ্বাস দিচ্ছেন। সংস্থার এবং চালকদের পরণে গোলাপি উর্দি খুব সহজেই সকলের চোখে পড়বে"। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে জানান, মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীশক্তি জাগরণের দিকটাও আমাদের মাথায় আছে। সংস্থার বক্তব্য, ভারতে মহিলাচালিত ট্যাক্সি

মেরুইভের মহিলাচালকরা ও ট্যাক্সি।

সি ই ও সিদ্ধার্থ পাহোয়ার বক্তব্য, ''তাদের ট্যাক্সি পরিষেবার মহিলাচালকদের দিল্লীপুলিশ আত্মরক্ষার সমস্তরকম প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আর সংস্থার পক্ষ থেকে টেকনিক্যাল বিষয়গুলির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার কারণে এই মহিলাচালকদের সাহায্যের জন্য কারুর মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। ট্যাক্সিতেই উন্নতমানের সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা আছে যার ফলে চালক ও যাত্রী উভয়েই সুরক্ষিত অনুভব করতে পারেন।"

সিদ্ধার্থ পাহোয়া পরিষ্কারভাবে জানান, মহিলারা তাঁদের মোবাইল ফোনে ৪৪২২৪৪২২ ডায়াল করে কিংবা অ্যাপ ডাউনলোড করার পর মেরু ট্যাক্সির পরিষেবা নিতে পারবেন। অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন করার সময় নিজের দু'জন পরিচিত কারুর ফোন নম্বর দিতে হবে। যাত্রার সময় 24×7 ট্রিপ ট্রাকার-এর সাহায্যে যাত্রীর খবর প্রতি ১৫ মিনিটে ওই দুই ফোন নম্বরে এসএমএস আসবে। এই অ্যাপে একটা আই এস (ইন কেস অব ইমারজেন্সি) বোতাম আছে। এটি টিপলেই কোনো খারাপ ঘটনার খবর ওই দুই নম্বরে পৌঁছে যাবে, তারা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে পারবেন। পুলিশও খুব তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে পৌছে যাবেন। সেরকমই মহিলাচালকদের সুরক্ষার বিষয়ে বলেন, ট্যাক্সিতে তাদের কাছে প্যানিক বাজারযুক্ত একটা হাইটেক ফোন ও পেপার স্প্রে থাকবে। ট্যাক্সির মহিলা হেল্পলাইন নম্বর থানার SSO-র সঙ্গে যুক্ত করা আছে। সংস্থার আর এক অংশীদার ২২ বছরের সরিতা দীক্ষিত বলেন, আমাদের মেরু ট্যাক্সির গায়ে সংস্থার লোগো লাগানো আছে, ট্যাক্সির রং গোলাপি ও সাদা পরিষেবা তারাই প্রথম শুরু করলো। ২৫টি ট্যাক্সি দিয়ে শুরু করা এই সেবা পরিষেবা অদূরভবিষ্যতে ৫০০ করার লক্ষ্য আছে। দিল্লী পুলিশ কমিশনার বি এস বক্সির বক্তব্য, নির্ভয়াকাণ্ডের পর তারা এরকম পরিষেবার কথা ভাবছিলেন। মেরুইভ তাদের পরিকল্পনার কথা জানাতেই দিল্লীপুলিশ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে খুব দ্রুত বাস্তবায়িত করে ফেলে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে দিল্লীর ট্রাফিক পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মেরুইভের মহিলাচালকদের কোনোভাবেই যেন বিরক্ত করা না হয়, কেননা তাঁরা দিল্লী পুলিশের সম্মাননীয় অতিথি। বাস্তবিক দিল্লীবাসী মেরুইভের মহিলাট্যাক্সি পরিষেবা একটি 'অন্যরকম' দৃষ্টিতেই দেখছেন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

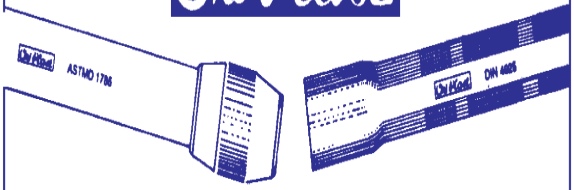

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

“কেবল সাধনা করাতেই ধর্ম নিহিত নেই। তপস্যাও নয়, শুধু ঠাকুরঘরের অনুষ্ঠেয় ব্যাপার। ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক মহৎ ভাবগুলি ভগবানেরই সাক্ষাৎরূপ, যা আমাদের পূজার যোগ্য।”

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

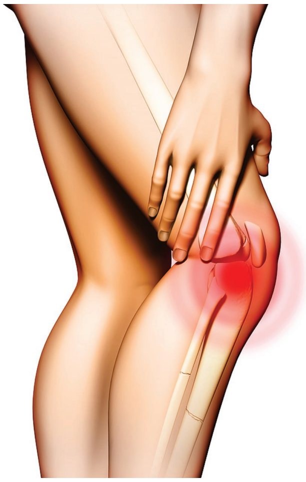

ভালো থাকার রহস্য

রমেশ চন্দ্র দাস

কোন পরিচিত বা প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাতে কুশল জিজ্ঞাসার জবাবে প্রায়ই শোনা যায় যে— “এই না মরে কোনোরকমে বেঁচে আছি মাত্র”। কারণ জানতে চাইলে বলা হয় যে হাতে-পায়ে ব্যাথার জন্য চলাফেরার খুব অসুবিধা হয়, ওদিকে বাড়িতেও গৃহিণীর অনুরূপ অবস্থা। ঔষধপত্রে ক্ষণিক উপশম হলেও স্থায়ীভাবে নিরাময়ের কোনো উপায় না থাকায় খুব অশান্তি ভোগ করতে হয়। অর্থের অপচয় সহ্য করে আর সকলের মতো বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে চিকিৎসকের পরামর্শে বিভিন্নরকম ঔষধ খেতে খেতে মুখের স্বাদ বিকৃত হয়। মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে অন্যদের মতো আনন্দ উপভোগ হয় না এবং মুখের হাসিও অদৃশ্য হয়ে যায়। চলা-ফেরার শক্তি হ্রাস পাওয়ায় মানসিক স্থিতি বিঘ্নিত হয়। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও অসহায় অবস্থায় অবশেষে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে কোনোরকমে কালাতিপাত করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

অশান্তিময় এই ভয়াবহ ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মহর্ষি পতঞ্জলীর যোগসূত্র অবলম্বনে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে নিম্ন প্রকার সূক্ষ্ম ব্যায়াম বিশেষ উপযোগী সিদ্ধ হবে :

(১) নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হয়ে পা দু'টো সামনে ছড়িয়ে দু'টো হাত পেছনে আরামে স্থাপিত করতে হবে।

(২) দু'টো পা একত্রে মিলিয়ে পায়ের পাতাগুলো অধিক থেকে অধিক আগে-পিছে করতে হবে। (১০ বার)

(৩) তৎপশ্চাত পায়ের পাতাদ্বয় একত্রে ডাইনে ও বাঁয়ে এমনভাবে করতে হবে যেন উভয় দিকে ভূমি স্পর্শ করে। (১০ বার)

(৪) পায়ের পাতাদ্বয় একত্রে ডান থেকে বাঁয়ে গোলাকারভাবে ঘোরাতে হবে, তৎপর এই ক্রিয়া বিপরীতে অর্থাৎ বাঁ থেকে ডাইনে ঘোরাতে হবে। (১০ বার)

(৫) ডান পা, বাঁ পায়ের হাঁটুর উপর স্থাপিত করে ডান হাঁটু, ডান হাতের সাহায্যে ক্রমশ উপর-নীচে করতে হবে। যেন বক্ষস্থল এবং ভূমি স্পর্শ করে। এই ক্রিয়া বিপরীতে অর্থাৎ বাঁ পা, ডান পায়ের উপর স্থাপিত করে অনুরূপভাবে উপর-নীচে করতে হবে। (১০ বার)

(৬) ডান পা, বাম হাঁটুর উপর স্থাপিত করে ডান হাঁটুতে ডান হাত রেখে তথা বাঁ পায়ের গোড়ালিতে বাঁ হাত রেখে সাধ্যানুসারে ডাইনে ও বাঁয়ে দোলাতে হবে। এই ক্রিয়া অনুরূপভাবে বাঁ হাঁটুতে করতে হবে। (১০ বার)

(৭) দু'টো পা মুড়ে নিয়ে পেটের নীচে স্থাপিত করে হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলগুলো পরস্পর ফাঁসিয়ে নিয়ে পায়ের পাতাদ্বয় শক্তভাবে ধরে নিয়ে হাঁটুদ্বয় প্রজাতির ন্যায় অধিক থেকে অধিক উপর-নীচে করতে হবে। (কমপক্ষে ১০০ বার)

(৮) বিশ্রামের স্থিতিতে আসনে বসা অবস্থায় পা দুটো সামনে প্রসারিত করে হাত দু'টো আগে করে হস্তদ্বয়ের মুষ্ঠিবদ্ধ এবং খুলতে হবে যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুষ্ঠির ভেতরে থাকে। (১০ বার)

(৯) মুষ্ঠিদ্বয় বন্ধ অবস্থায় গোলাকারভাবে ডাইনে থেকে বাঁয়ে এবং বিপরীতে বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরাতে হবে। (১০ বার)

(১০) হস্তদ্বয় সামনে প্রসারিত করে ক্রমশ কাঁধে স্পর্শ এবং আগে করতে হবে। (১০ বার)

(১১) হস্তদ্বয় হাঁটুদ্বয়ের উপরে স্থাপিত করে কাঁধ দু'টো ক্রমান্বয়ে ডান এবং বাঁ কান স্পর্শ করাতে হবে। (১০ বার)

(১২) হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলগুলো পরস্পর ফাঁসিয়ে নিয়ে হস্তদ্বয় ক্রমশ ডাইনে ও বাঁয়ে নিয়ে যেতে হবে। (১০ বার)

(১৩) হাত দু'টো, দুই কাঁধে স্থাপিত করে কনুই দু'টো গোলাকার আগে থেকে পিছে তথা পেছন থেকে আগে ঘোরাতে হবে, যেন কনুই দু'টো আগে পরস্পরকে স্পর্শ করে। (১০ বার)

(১৪) তৎপর সাধারণ অবস্থায় পা দু'টো সামনে প্রসারিতও করে। হস্তদ্বয় হাঁটুদ্বয়ের উপর অথবা পেছনে আসনের উপর স্থাপিত করে ঘাড়ের ব্যায়াম ক্রমশ আগে-পিছে ও পেছন থেকে আগে এবং পরিশেষে গোলাকার ঘোরাতে হবে।

উপরোক্ত ক্রিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সম্পন্নের পর খালি পেটে নিয়মিত করার ফলে আপাদমস্তক শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা সক্রিয় হবে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে, পরিণাম স্বরূপ শরীরের কোনো অংশে কোনোপ্রকার ব্যথার সৃষ্টি হবে না। সঙ্গে সঙ্গে শরীর হাল্কা অনুভব হবে। নবীন উৎসাহে চলাফেরার প্রবৃত্তি এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর কারও সঙ্গে সাক্ষাতে কুশল জিজ্ঞাসার বিনিময়ে সগর্বে বলার সাহস হবে—যে খুব ভাল আছি।

(লেখক একজন যোগ বিশেষজ্ঞ)

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

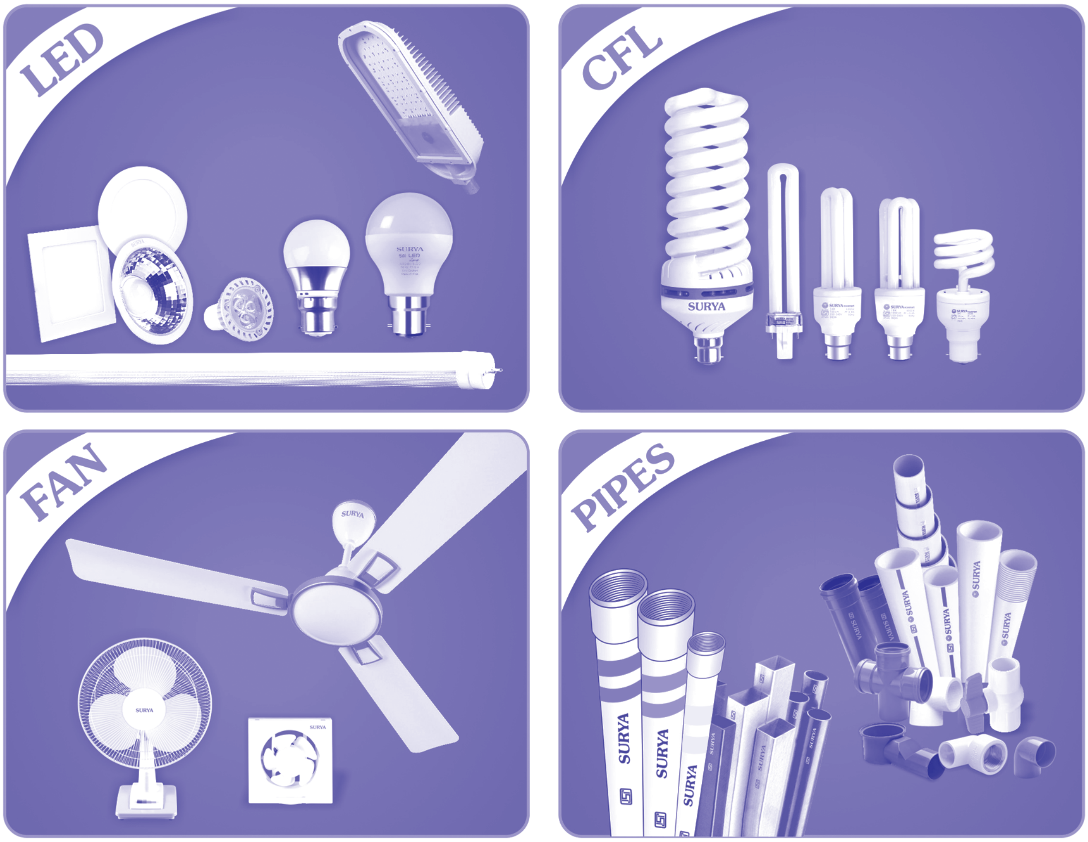

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from

EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ কলকাতা শাখার ভারতমাতা পূজা

গত ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসের দিন সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ কলকাতা শাখার 'ভারতমাতা পূজা' শাখার সভাপতি স্মিতশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নাট্য সম্পাদক বিকাশ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতমাতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ভারতমাতা ও স্বামীজী বিষয়ে কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান হয় এবং বন্দেমাতরম গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

***

গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ফলতা খণ্ডের স্বয়ংসেবকরা ফলতা থানার দোস্তিপুর শিবতলা সংলগ্ন স্থানে সারাদিন ব্যাপী ভারতমাতার পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিভাগ কার্যবাহ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর সহ-জেলা কার্যবাহ নারায়ণ পুরকাইত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক অমরেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাসাগর জেলা প্রচারক তন্ময় ভুঁই। পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সিউড়ীতে সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের ভূমিপূজন

গত ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসে বীরভূম জেলায় বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ, পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়— সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের ভূমি-পূজন অনুষ্ঠান সিউড়ী শহরের কলেজপাড়ায়। শহরের মধ্যে ৯ বিঘা জমিতে এই বিদ্যামন্দির নির্মাণ হবে। ভূমি-পূজন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শিশুমন্দির জেলা সমিতির সভাপতি শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়। সহযোগিতা করেন প্রাতঃবিভাগের আচার্য প্রমুখ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। আচার্য ও আচার্যা-সহ বহু অভিভাবক, অভিভাবিকা ও জেলা সমিতির সম্পাদক দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায়, শিশুমন্দিরের সম্পাদক অচিন্ত্য দত্ত, সহ-সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু, উপদেষ্টা মণ্ডলির সদস্য ও সদস্যা, নিরঞ্জন হালদার (ছোটদা), নিবেদিতা চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতমাতা পূজা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলার উদ্যোগে গত ২৬ জানুয়ারি জেলার ২৫টি স্থানে ভারতমাতার পূজা ও যজ্ঞ হয়। ১১টি স্থানে খুব ধুমধামের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে মায়েদের অংশগ্রহণে পূজা উৎসবে পরিণত হয়। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আরো ১৬টি স্থানে পূজা হবে বলে ঘোষণা হয়।

সমাবেশ সমাচার

শোকসংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগরের স্বয়ংসেবক রবীন সেনগুপ্তের পিতৃদেব অশোক সেনগুপ্ত গত ১৫ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক এবং বিশ্ব হিন্দুপরিষদের বহরমপুর শাখার একনিষ্ঠ কার্যকর্তা ছিলেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা দক্ষিণবঙ্গের ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের প্রান্ত প্রমুখ সনাতন মাহাতোর মাতৃদেবী প্রমীলা মাহাতো গত ১৬ জানুয়ারি পুরুলিয়া জেলার জারগো গ্রামে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি গ্রামের স্বয়ংসেবক তথা খাতড়া পূর্ব মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্যামসুন্দর মণ্ডল গত ৩১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি কয়েক বছর ধরে ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা ও ১ পুত্র রেখে গেছেন।

***

সুন্দরবন জেলার বারুইপুরের বিদ্যার্থী কার্যকর্তা সন্তোষ সরদারের পিতৃদেব সন্ন্যাসী সরদার গত ২৩ জানুয়ারি পাঠানখালি ব্লকের তেতুলতলি গ্রামে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ২ পুত্রবধূ, ২ কন্যা ও জামাতা এবং নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

সুন্দরবন জেলার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার লস্করপুর পেয়ারাবাগানের স্বয়ংসেবক তথা সমাজসেবা ভারতীর আজীবন সদস্য শ্যামসুন্দর বিশ্বাসের মাতৃদেবী নির্মলা বিশ্বাস গত ২৮ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা, জামাতা এবং নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন।

থাকে যদি
'ডাটা',
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
TURMERIC
POWDER
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

লোকায়ত জীবনের নাট্যরূপকার—বিজন ভট্টাচার্য

বিকাশ ভট্টাচার্য

তাঁরা দু'জনেই আধুনিক বাংলা নাটকের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। বাংলা নাটক নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই নবনাট্য আন্দোলনের এই দুই পথিকৃতের প্রসঙ্গ আসবেই। একজনকে নিয়ে কিছুদিন আগেই রঙ্গমের পাতায় আলোচনা হয়েছে। তিনি শম্ভু মিত্র। আর একজন বিজন ভট্টাচার্য।

বিজন ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেছেন অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানাপুর গ্রামে ১৭ জুলাই ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে ক্ষীরোদবিহারী ও সুবর্ণপ্রভা। ক্ষীরোদবিহারী ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতপ্রাণ। পিতার সাহিত্য ও সঙ্গীতপ্রীতি বর্তে ছিল পুত্র বিজনে। ১৯৩০-এ তিনি আসেন কলকাতায় তাঁর মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে। ১৯৩১-৩২-এ বিজন লবণ আইন ভঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আইন ভঙ্গ ও বিশ্বরাজনীতির খোঁজখবরে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তাঁর যখন ২১-২২ বছর বয়স তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক রূপে যোগ দেন। ১৯৪২ খৃস্টাব্দ শুধু বিজনের জীবনে নয়, নানা কারণে ভারতীয় জনজীবনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরেই ৮ মার্চ ঢাকায় এক ফ্যাসিস্ট বিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তরুণ ছাত্রনেতা সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের হাতে নিহত হন। এর প্রতিবাদে ২০ মার্চ কলকাতায় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকে গঠিত হয় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। বিজন এর সঙ্গে যুক্ত হন। এরই এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে ১৯৪৩-এ বোম্বাই যান। সম্মেলনের শেষদিন গণনাট্য সম্মেলন হয় এবং গঠিত হয় গণনাট্য সঙ্ঘ।

১৯৪৩-এর বৃটিশসৃষ্ট কৃত্রিম বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ বিজনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এই সময়ই তিনি একে একে লেখেন জবানবন্দী ও নবান্ন। বিজন প্রায়শই কলকাতার গাঁজা পার্কের আশেপাশে চলাফেরা করতেন। গাঁজা পার্কের আশেপাশে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষদের জীবনযাপন তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সামান্য একটু ফ্যানের জন্য মানুষের হাহাকার, অনাহারে মর্মান্তিক মৃত্যু তিনি চোখের সামনে দেখেছেন। 'নবান্ন' তারই ফলশ্রুতি। ১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর কলকাতায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় নাটকটির প্রথম অভিনয়। এতে তিনি অভিনয়ও করেন। এই নাটক বাংলা নাট্য সাহিত্যের যেমন বন্ধ্যাদশা ঘোচাল তেমনি এর অভিনয় বাংলা থিয়েটারের অচলাবস্থা কাটাল। এই নাটকে শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ, মণিকুন্তলা সেন (পরে কম্যুনিস্ট নেত্রী), তৃপ্তি ভাদুড়ী (পরে মিত্র) প্রমুখ শিল্পীর বাস্তব চরিত্রায়ন সকলকে মুগ্ধ করে। শিশির ভাদুড়ীও এই নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

লোকায়ত জীবন নিয়ে লেখা বিজনের বেশ কিছু নাটক কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের পছন্দ হয়নি। যেমন, জীয়নকন্যা, অবরোধ ইত্যাদি। স্বভাবতই গণনাট্য সঙ্ঘ নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেনি। প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করে বোম্বাই যান। ফিরে এসে তিনি নিজের নাট্যদল ক্যালকাটা থিয়েটার গঠন করেন। বিজন ভট্টাচার্যের অন্যান্য নাটকের মধ্যে গোত্রান্তর (১৯৫৯), মরাচাঁদ (১৯৬১), দেবীগর্জন (১৯৬৬), কৃষ্ণপক্ষ (১৯৭৫), গর্ভবতী জননী (১৯৬৯) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গোত্রান্তর নাটকটি অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক তাঁর সুবর্ণরেখা ছায়াছবিটি গড়ে তোলেন। নাগিন এবং সাড়ে চুয়াত্তর ছায়াছবি দু'টির চিত্রনাট্যও তাঁর লেখা। শেষজীবনে তিনি অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর মতন নাট্যব্যক্তিত্ব দু'টো পয়সার জন্য অফিস ক্লাবের নাটক পরিচালনা করছেন ভাবা যায়! তবু মৃত্যুর আগেরদিন পর্যন্ত তিনি নাটক করে গেছেন। ১৯৭৮ সালের ১৯ জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন। ■

শব্দরূপ-৭৩৭ শামাপ্রসাদ দাশ

১		২	৩	■	৪		৫
	■	৬		৭		■	
৮	৯	■	১০			■	
১১		১২	■	১৩		■	■
■	■	১৪	১৫	■	১৬	১৭	১৮
১৯	■	২০		২১	■	২২	
	■	২৩			২৪	■	
২৫			■	২৬			

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. জলার বাসিন্দা কদাকার পাখি, **৪.** অবনঠাকুরের শিশু কাহিনি, **৬.** নানান স্থানে, **৮.** বিহারবাসীদের প্রিয়খাদ্য, আলঙ্কারিকে কিছুই না, **১০.** 'পটর' সঙ্গী হলে নিন্দনীয় ব্যাপার, **১১.** গর্হিত, কলঙ্কের পাত্র, **১৩.** সবে শুরু, **১৪.** রামায়ণোক্ত রাক্ষস, **১৬.** আচার-আচরণ, **২০.** বোকনো, **২২.** দু'দিকেই গর্ত, **২৩.** ইষ্টদেবতার স্তুতি কীর্তন, **২৫.** চিনির মিঠাই, **২৬.** মিহি নরম সুতিবস্ত্র।

উপর-নীচ : ১. ইশারা, **২.** তিক্ত ভোজ্যশাক, **৩.** সেকালের জমিদারদের সৈনিক, **৪.** তালেবর, চক্রান্তের মূল, **৫.** লৌহজীবী, **৭.** বাঁধানো ঘাট, **৯.** ভুঁড়ি, **১২.** উৎসবে শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মনুষ্যবাহী যান, **১৫.** আচার তবে খাদ্য নয়, **১৭.** 'দুঃখ বিনা—লাভ হয় কী মহীতে', **১৮.** মত্ততাজনিত কলধ্বনিকারী, **১৯.** অয়স্কান্ত মণি, **২১.** রাশ, গৌণ অর্থে সংযম, **২৪.** সেতুবন্ধে রাম-সহায়ক বানর।

সমাধান শব্দরূপ-৭৩৪

■	■	■	■	■	বা	র্তা	কু
■	ধ	নে	শ	■	স	■	মা
আ	■	■	র	ট	ন্তী	■	র
ই	ন্দ্র	জি	ৎ	■	■	■	স
বু	■	■	■	ক	রি	কু	ন্ত
ড়ো	■	অ	ল	র্ক	■	■	ব
ভা	■	স	■	ট	ঙ্কা	র	■
ত	প	তী	■	■	■	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

অনিতা বিশ্বাস
কৃষ্ণপুর কলকাতা-১০২
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭৩৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ মার্চ ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ১৪

স্বস্তিকা জাতীয় ভাবনার বাহক। সেই ভাবনা যাঁরা প্রচার-প্রসারের কাজে যুক্ত তাঁরা স্বস্তিকার কার্যকর্তা।

আপনার এলাকায় স্বস্তিকার কার্যকর্তার নাম ও ঠিকানা।

মুর্শিদাবাদ

- **নির্মল বিশ্বাস,** কাশিমবাজার ৯৪৭৪৬৪৫৫২৯
- **রতন চন্দ্র লোহ** কান্দি ৯৪৭৭২১৭০৪২
- **আশিস দাস (লাল্টু)** সাগরদিঘী ৯৪৭৪৩২১৩৭৮ ৮১৪৫১০৩০৪২
- **শিবাজী ঘোষ,** নওদা বেলডাঙ্গা ৯৬০৯২৭৫৪৭২ ৮১১৬৪২৫০৫৯
- **বিশ্বনাথ দাস,** মুর্শিদাবাদ ৯৮০০৩৫৯৪৫৬
- **সন্দীপ মণ্ডল,** শক্তিপুর ৯১২৬৯২৯৬৫৬
- **ভজহরি দাস** রঘুনাথগঞ্জ ৯৪৭৫৭৭৩৭৫৭
- **শ্যামল কুমার মণ্ডল,** ফরাক্কা ৯৪৩৪৩১৫৪৭৪

নদীয়া

- **ধীমান পাল,** বড়জিয়াকুর ৯৭৩৪৭২৬৪৪৯ ৮৩৮৯০৪৯৪৪৩
- **অলোক কুমার প্রামাণিক** কালিগঞ্জ ৯২৩৩২৯৪৭৮১
- **স্বপন কুমার দে,** পলাশী ৮৫১৩০৯৫৪৯৬
- **বনমালী ঘোষ,** বহিরগাছি ৯১৫৩২২৯৩২৬
- **সুজয় সেনগুপ্ত,** চাকদহ ৯৭৩২৫৪০৭৮৫
- **বিশ্বনাথ দে,** মদনপুর ৯৭৩৫৫৭২৭৯৯
- **প্রভাত ঘোষ** নাকাশিপাড়া ৯৬৪৭০৮৩৫৬৭

বাঁকুড়া

- **কাজলবরণ সিংহ** গঙ্গাজলঘাঁটি ৯৪৩৪৫৮৭৫১৬
- **অবনীভূষণ মণ্ডল** বাঁকুড়া শহর ৯৪৩৪৬৫০৫১০
- **সুপর্ণা শীল,** বিষ্ণুপুর ৯৪৩৪৫৪৩৮১৭
- **প্রবীর কুমার দে** কোতুলপুর ৯৪৩৪০০৮৭৬৩
- **বলরাম সাঁতরা,** বড়জোড়া ৯৮০৪৮০১৮৫০
- **অনিলবরণ রক্ষিত** বাঁকুড়া শহর ৯৪৭৬৪১৩৬১০
- **দুঃখভঞ্জন বাউরী,** খাতড়া ৯৮০০৪৩০৬৬০
- **অচ্যুত ঘোষ,** খাতড়া ৯৮৫১৪৪১৩০৩

পুরুলিয়া

- **স্বপন হোতা,** বড়বাজার ৯৯৩২৭৪৫৮৬৮
- **অসিত কুমার দে** পুরুলিয়া শহর ৯৬৩৫৮১০৬৮৯ ৯৮০০৬২৭২০২
- **কাঞ্চন দত্ত,** বাগমুণ্ডি ৯৭৩৩৫৫১৮৫৬
- **বিল্ব দত্ত** মানবাজার ৯৩৩৩০৪৪৯৯০
- **মদন কুমার** বলরামপুর ৯৫৪৭৮৪৬৪২২
- **অসিত কুমার দুবে** আদ্রা ৯৬৭৯১৬৭০৩৯
- **রবীন সিংদেও** গড় জয়পুর ৯৮০০৫০৯৮৫৮
- **পার্থসারথি কর** নাপিতপাড়া, পুরুলিয়া ৯৮৩২১৬২২৪৯
- **অসীম রায়** দুলমী নডিহা, পুরুলিয়া ৯৯৩৩৮৭১৫৯৯
- **অভিজিৎ ঘোষাল** রঘুনাথপুর ৯৪৭৫০৩২৫৬১
- **পলাশ চক্রবর্তী** জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া ৯৮০০৪৬৬৭৫০
- **পার্থ গাঙ্গুলী** শ্রীগুরুপল্লী, পুরুলিয়া ৭৭৯৭৭২৯৭৭৭

বর্ধমান

- **সুকুমার দাস** ভাটাকুল ৯৫৬৪৯৩৯২১৩
- **গণেশ ভকত** মেমারী ৯৪৭৫২৪৪৬৪১
- **জ্যোৎস্না সৌ মণ্ডল** উখরা ৭৬৭৯৮২০০৭২
- **বিবেকানন্দ প্রামাণিক** শ্রীপল্লী, বর্ধমান ৯২৩২৬৭০০৪৩
- **কালাচাঁদ পাল** বলগনা ৮৯২৬৫৬৩২৩৪
- **বিভাস মাইতি,** বর্ধমান ৯৭৩৩৭৭১৪৬৮ ৯১৫৩৬৯৪৪৭৯
- **মধুসূদন দেবনাথ** দুর্গাপুর ৯৮৩২২৮১২৪৮
- **সূরজ কুমার গুপ্তা** আসানসোল ৭৩৮৪১০৮৫০৭
- **ভগবানদাস চৌরাসিয়া** আসানসোল ৯৮৫১৯৮৪২১৯
- **শুভাশিস সরকার** পানাগড় ৯৮৩২৯৬০৩৩৯
- **প্রশান্ত চিত্রকর (বিপ্লবদা)** চিত্তরঞ্জন ৯৩৩৩৫৯২৫০০ ৯৪৩৪২৫০৭৯২
- **শ্রীমতী শীলা সিং** চিত্তরঞ্জন ৯১৬৩৩৪০৫৩৮
- **সুরজিৎ পাল,** কাটোয়া ৯১৫৩৬৩৮১৩৯
- **কৌশিক স্বর্ণকার,** কালনা ৯২৩২৯৩৮০১২
- **রামকানু দাসবৈরাগ্য** রাজপুর ৮৯২৬৬৩৮৩০২
- **কৈলাশ ঘোষ,** নিগন ৮৭৯৮০৮৯৩৬৪
- **জয়ন্ত বিশ্বাস,** বিশ্বরম্ভাপুর ৮৬৪২৯৯৫০৯৮

International Intellectual Forum of Hindus
(A worldwide organization for the Justice of Hindus)
Knowledge
Unity
Action
❖ Bharatiya Culture & it's importance for the Survival of Human Civilization: By Param Poojya Swamiji Madhushudhananda Puri,Omkar Ashram Uttarahalli, Bengaluru.
❖ Cow Trafficking & its Commercial Impact : By Sri N.Thippeswamy, RSS Pranth Karyavah, Karnataka.
❖ Infiltration In Eastarn part of India, but, Demographical & Socio-Economical Impact In Entier Country : By Sri Tathagata Roy, Scholar, ex-professor & founder head of the Department of Construction Engineering Jadavpur University, Ex- President of BJP, WB.
At least 5 Crore illegal Bangladeshis are in India and their number grows each day.
Save Today
Eastern Border
Save India Tomorrow